পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 270 Sunday, 31 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৭০ সংখ্যা ✱ ১৪ ভাদ্র, ১৪৩২ রবিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিজেপির উপর অভিমানী ধনকড়

প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক হিসাবে পেনশনের আবেদন

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ ইস্তফা দেওয়ার পর দেড় মাস পার। এতদিন কার্যত নিখোঁজ ছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। ইস্তফার পর জনসমক্ষে দেখাই যায়নি তাঁকে। ফের শিরোনামে তিনি। এবার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক হিসাবে পেনশনের আবেদন জানালেন ধনকড়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে একাধিক সরকারি সুবিধা পাওয়ার কথা ধনকড়ের। সেই সুবিধার জন্য এখনও তিনি আবেদন করেননি বলে খবর। রাজনৈতিক জীবনের শুরুটা ধনকড় কংগ্রেস থেকেই করেছিলেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের আজমেড় জেলার কৃষ্ণগড় বিধানসভায় কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক ছিলেন তিনি। পরে যোগ দেন বিজেপিতে। পরে সাংসদ হয়েছেন। কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন। বাংলার রাজ্যপাল হয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতির চেয়ারও সামলেছেন। সব পদেই তিনি পেনশন পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে আসা বিধায়ক হিসাবে তিনি পেনশনের আবেদন করলেন। রাজস্থান বিধানসভার সচিবালয় সূত্রের খবর, ধনকারে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর পেনশন চালুর প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তাঁর ৩৫ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার কথা। সেই সঙ্গে ৭০ বছর বয়স পেরনোর দরুন আরও ২০ শতাংশ অতিরিক্ত পাবেন। অর্থা মোট ৪২ হাজার টাকা প্রতিমাসে পেনশন পাবেন তিনি।তাৎপর্যপূর্ণভাবে গত সপ্তাহ পর্যন্তও ধনকড় প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন করেননি। নিয়ম অনুযায়ী, দু'বছরের বেশি সময় দায়িত্ব সামলানোর পর যদি উপরাষ্ট্রপতি ইস্তফা দেন তাহলে তাঁকে অবসরপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রপতিদের মতোই সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। সেই হিসাবে মাসিক ২ লক্ষ টাকার বেশি পেনশন পাওয়ার কথা ধনকড়ের। কেবল পেনশন নয়, আরও একগুচ্ছ সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা তাঁর। টাইপ এইট বাংলো, বিনামূল্যে আকাশপথে এবং রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা, নিখরচায় চিকিৎসা, ব্যক্তিগত চিকিৎসকও পাবেন। এছাড়াও দু'জন ব্যক্তিগত সচিব থাকবেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির জন্য। তাঁর স্ত্রীর জন্যও থাকবে একজন ব্যক্তিগত সচিব। এছাড়াও প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি যে সরকারি বাংলোতে থাকবেন সেখানকার ইলেকট্রিক এবং জলের বিলও মেটানো হবে সরকারের তরফে। কিছু আসবাবপত্র এবং দু'টি মোবাইল ফোনও সরকারের তরফে পাবেন ধনকড়। কিন্তু এত সব সুবিধার জন্য আবেদন না করে কংগ্রেস বিধায়ক হিসাবে পেনশনের আবেদন করাটা রাজনৈতিকভাবে বেশ বার্তাবহ।

১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ আদালত কক্ষে ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেকে দেখে আবেগপ্রবণ জীবনকৃষ্ণ সাহা। নাবালক ছেলেকে দেখে ছেলের গাল টিপে আদর করেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ৬ দিনের ইডি হেফাজত শেষ হয় শনিবার। এদিন সকালে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়কের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরনোর পথে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা মোবাইল পুকুরে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ খারিজ করেন জীবনকৃষ্ণ। এরপর তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। আদালতে স্ত্রী ও ছেলেকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বড়ঞার বিধায়ক। কান্নাকাটি করেন তিনি। এদিন আদালতে দাঁড়িয়ে ইডি দাবি করে তৃণমূল বিধায়ককে আরও জেরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই তাঁকে ১৪ দিনের হেফাজতে নেওয়ার দাবি করেন ইডির আইনজীবী। ইডির দাবি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা দিয়ে আলুর বন্ড কিনেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। যদিও সে দাবি খারিজ করে দেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর দাবি, পুরো টাকাই তাঁর ব্যবসার। কোনওরকম দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। এদিকে, শনিবার আইনজীবী জাকির হোসেন জীবনকৃষ্ণের জামিনের আর্জি জানাননি। তিনি বলেন, এই মামলায় থার্ড লাইনার এজেন্টেরা জামিন পেয়ে গিয়েছে। অথচ আমার মক্কেলকে (জীবনকৃষ্ণ) আগেও আদালতে ডাকা হয়েছে। ইডি এবং জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীর সওয়াল জবাব শোনার পর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অবশ্য তার বিরোধিতা করেন জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী। হেফাজতের মেয়াদ কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। সেই আর্জি অবশ্য খারিজ হয়ে যায় আদালতে। তাই আপাতত আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে তৃণমূল বিধায়ককে। জীবনকৃষ্ণ সাহার টাকা ফেরতের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কারণ মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ইডির হেফাজতে থাকাকালীন দাবি করেন যে, তিনি কোনও চাকরিপ্রার্থীকে টাকা ফেরত দেননি। কারণ, তিনি চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকাই নেননি। বরং তিনি এক ব্যক্তিকে জমি কেনার জন্য ওই পরিমাণ টাকা দিয়েছেন বলে ইডিকে জেরায় জানিয়েছেন। এদিকে, এসএসসি-র মামলায় অভিযুক্ত শান্তিপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে তাঁর এজেন্ট প্রসন্ন রায়ের মাধ্যমে জীবনকৃষ্ণ সাহার যোগাযোগ ছিল বলে দাবি করেছে ইডি। এই ব্যাপারেও জীবনকৃষ্ণকে জেরা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

যতদিন লাভজনক, ততদিন রাশিয়া থেকেই অশোধিত তেল কিনবে ভারত

ট্রাম্পের চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ গত বুধবার থেকে ভারতের কাঁধে ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের ভার চেপেছে। তথাপি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখরাঙানির পরোয়া করছে না নয়াদিল্লি, নীরব কূটনৈতিক কৌশলে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা। শুক্রবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি) জানিয়ে দিল, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয়ে সরকারের তরফে কোনও চাপ নেই! ফলে আমদানি অব্যাহত রাখা হয়েছে। যত দিন রাশিয়া থেকে তেল কেনা লাভজনক হবে, তত দিন পুতিনের দেশ থেকে অশোধিত তেল আমদানিও অব্যাহত থাকবে। শুক্রবার রাশিয়া তেল আমদানি নিয়ে মুখ খোলেন ওএনজিসির চেয়ারম্যান অরুণকুমার সিং। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, যত দিন পর্যন্ত বিষয়টি লাভজনক থাকবে, তত দিন পর্যন্ত আমরা প্রতিটি ফোঁটা (রাশিয়ার তেল) কিনে যাব। আরও জানান যে রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেই। এই বিষয়ে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ওএনজিসির দুই তেল পরিশোধনকারী সংস্থা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (এইচপিসিএল) এবং ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস (এমআরপিএল) রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার বিষয়ে স্বাধীন। উল্লেখ্য, এইচপিসিএল ও এমআরপিএল যৌথভাবে বছরে ৪

কোটি টন তেল পরিশোধন করতে পারে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পর শোধিত তেলের একাংশ পশ্চিমের দেশগুলিতে বিক্রি করে ভারত। প্রথমে ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। এরপর রুশ তেল আমদানির ' আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপে ভারতের উপর। যদিও এরপরেও সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য রাশিয়াকে বিপুল পরিমাণ তেলের বরাত দিয়েছে ভারত। তার কারণ সম্প্রতি ব্যারেলপ্রতি তিন ডলার ছাড় দেওয়া হয়েছে উরালের তেলে। হিসাব অনুযায়ী, এই ছাড়ের অঙ্কটা ৫ শতাংশ। তবে এই নিয়ে সরকারিভাবে কোনও পক্ষই কিছু জানায়নি। তবে এটা পরিষ্কার, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বাড়িয়ে আমেরিকাকেই পাল্টা বার্তা দিয়েছে দিল্লি। ওএনজিসির বার্তায় স্পষ্ট, এই কৌশল থেকে সরছে না ভারত। এদিকে এই আবহে এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেখানে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিম পুতিন, এমনকী উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জন উনেরও যোগ দেওয়ার কথা। বলা বাহুল্য, ডোনাল্ডের ট্রাম্পের ' বিপরীতে গড়ে উঠছে নতুন অক্ষশক্তি।

৫০টি অস্ত্রেই কুপোকাত পাকিস্তান! অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য জানালেন বায়ুসেনা কর্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ ভারতীয় বায়ুসেনার মাত্র ৫০টি অস্ত্রের আঘাত। আর তাতেই কুপোকাত হয় পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের তিন মাস পর লড়াইতে বায়ুসেনার ভূমিকা প্রকাশ্যে আনলেন বায়ুসেনা অধিকর্তা নর্মদেশ্বর তিওয়ারি। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এয়ার মার্শাল নর্মদেশ্বর তিওয়ারি জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতির টেবিলে আনার জন্য ৫০ টিরও কম অস্ত্র ব্যবহার করেছিল বায়ুসেনা। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে শত্রুপক্ষের অনেকগুলি টার্গেটের তালিকা ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সংখ্যা নেমে আসে ৯টিতে। যুদ্ধ শুরু করা খুব সহজ, কিন্তু তা শেষ করা মোটেও সহজ নয়। তাই যে কোনও পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য বাহিনীকে সর্বদা মোতায়েন রাখা হয়েছিল। এই সাফল্যের কৃতিত্ব ভারতীয় বায়ুসেনার কার্যকরি কৌশলকেই দিয়েছেন এয়ার মার্শাল নর্মদেশ্বর তিওয়ারি। যে কৌশল ভারতকে প্রাথমিক আঘাত সামলে প্রত্যাঘাত করতে সফল করেছিল। পাকিস্তানকে বাধ্য করেছিল আলোচনায় বসতে। বায়ুসেনার অধিকর্তা নর্মদেশ্বর আরও জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে সাফ নির্দেশ ছিল ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাত যেন সকলের চোখে পড়ে। ভবিষ্যতেও ভারতের উপর কোনও হামলা হলে এভাবেই জবাব দেওয়া হবে। এছাড়াও যুদ্ধ আরও বড় আকার নিলে তার জন্যও বাহিনীকে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শত্রুপক্ষের যে কোনও হামলার জবাব দেওয়ার জন্য উচ্চ পর্যায় থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোনওরকম সমস্যা হয়নি।উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁতে জঙ্গি হামলার জবাবে গত ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন জঙ্গিঘাঁটি গুলিতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। টানা চারদিন ভারতীয় বাহিনীর একনাগাড়ে হামলায় শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। ১০ মে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে রাজি হয় ভারত সরকার।

কংগ্রেস ভবনে বিজেপির হামলায় নীরব ইন্ডি শরিক মমতা! সিপিএমের কটাক্ষ 'মদত আছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিজেপির হামলার পর নীরব ইন্ডিয়া জোটের বড শরিক তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনে এমন ঘটনায় কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য। রাজনৈতিক তরজা তীব্র। কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস দফতর বিধান ভবনে হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ও তার সহযোগী কয়েকজন। দলীয় পতাকা নিয়ে তারা হামলা চালান। কংগ্রেস ভবনের বাইরে থাকা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ছবিতে কালি মাখান তারা। ব্যানার ছিঁড়ে আগুন ধরানো হয়।

এই ঘটনার পরে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং অধরা। তার গ্রেফতারির দাবি তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীর দাবি এই গুন্ডামি আমরা মানব না। মোকাবিলা করবে কংগ্রেস। সতর্ক থাকুক বিজেপি। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পেরে না উঠে আজ বিজেপি হার্মাদ বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়েছে। আমাদের প্রদেশ দফতর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে থানা, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ, নিষ্ক্রিয়, মূকদর্শক। দিদির পুলিশের কাছে দাবি, শীঘ্রই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কংগ্রেসকে এভাবে ইংরেজরাও আটকাতে পারেনি, তাই বিজেপি এসব গুণ্ডা-মাস্তান না পাঠিয়ে ,জবাব দিক-ভোট চুরি কেন হচ্ছে? কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের শরিক তৃণমূল। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই জোটে নেই তৃণমূল। এরাজ্যে জোট কংগ্রেস ও সিপিআইএমের। হামলার প্রতিক্রিয়া সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, বিজেপি হলো তৃণমূলের ন্যাচারাল অ্যালিবাই। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, দুষ্কৃতী বাহিনী সংবাদমাধ্যমকে ডেকে হামলা করল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ছবিতে কালি লাগালো। এত সাহস পায় কোথা থেকে। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে সিপিআইএম রাজ্য সদর দফতরে অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেই সময় সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এর পথে হাঁটছে পাকিস্তান ?

কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত পাকিস্তান ঃ পাক বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লিঃ তবে কি 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এর পথে হাঁটছে পাকিস্তান ? পাক-বিদেশমন্ত্রীর বয়ানের পর এমনটাই ধারণা করছে ভারতের বিশেষজ্ঞ মহল। বস্তুত, শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশক দার বলেন, ভারতের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনক ভাবে কাশ্মীর প্রসঙ্গেও আলোচনা করতে প্রস্তুত। পহেলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের সঙ্গে বার্তালাপে 'দোর দিয়েছে' ভারত। কেবলমাত্র সন্ত্রাস দমন এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না বলে আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। পহেলগাম জঙ্গি হামলার প্রত্যুত্তরে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ভারত। সেইসঙ্গে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সিন্ধু জলচুক্তিও স্থগিত করা হয়। এই 'চাপের মুখেই কি পাকিস্তানের 'সুর পরিবর্তন'? উঠছে প্রশ্ন। যদিও অন্যদিকে, গতকাল ইশক দার বলেন, দ্বিপাক্ষিক আলচনার জন্য ভারতের কাছে ভিক্ষা চাইবে না পাকিস্তান। বিদেশমন্ত্রকের পাশাপাশি পাক উপ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো দার বার্তালাপের ইচ্ছাপ্রকাশ করার পাশাপাশি ভারতের তরফ থেকে কোনোরকম আক্রমণের অভিসন্ধি হলে তার ' জবাব দেবে পাকিস্তান', উল্লেখ করেন তিনি। গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে জঙ্গি হানায় ২৬ জন পর্যটকের হত্যার জবাবে ৭ মে 'অপারেশন সিঁদুর' লঞ্চ করে ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের পাঞ্জাব এলাকার মোট ৯ টি জঙ্গিঘাটি ধ্বংস করা হয়। ৮ এবং ৯ মে ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে পাকিস্তানের আক্রমণের জবাব দেয় ভারতীয় সেনা, ছিন্ন করা

হয় কূটনৈতিক সম্পর্ক। দুই দেশের সামরিক সংঘাতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও পাকিস্তান দাবি করে বিশ্বদর বারে 'কূটনৈতিক জয়' তাদেরই হয়েছে। নেপাল পুলিশ, অভিবাসন দপ্তর ও কাঠমান্ডু বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ শুক্রবার জানিয়েছে, ওই ৩ পাকিস্তানি নাগরিক ২টি ভিন্ন বিমানে নেপাল থেকে মালয়েশিয়া পৌঁছেছে। নেপাল অভিবাসন দপ্তরের মুখপাত্র টিকারাম ঢাকাল জানিয়েছেন, ৩ পাকিস্তানির মধ্যে ২ জন হাসনাইন আলি ও আদিল হুসেন গত ১৫ আগস্ট রাতের বিমানে কুয়ালালামপুর উড়ে যায়। অন্যজন মহম্মদ উসমান একই গন্তব্যে রওনা দিয়েছে গত রবিবার রাতের বিমানে। উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই সীমান্তে কড়া নজরদারি চলছে। একাধিক গোয়েঃদা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফের ভারতে বড়সড় হামলার ছক কষছে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। নেপাল হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে তাদের তিন জঙ্গি। বিহার পুলিশকেও সতর্ক করা হয়েছে। তারপরই রাজ্যজুড়ে জারি হয়েছে 'হাই অ্যালার্ট'। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন পাক জঙ্গি কাঠমান্ডুতে পৌঁছয়। তারপর সেখান থেকে গত বিহারে প্রবেশ করেছে। ইতিমধ্যেই ওই তিন জেহাদির ছবি প্রকাশ করে রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে বিহার পুলিশ। জানানো হয়েছে, সঃে দহজনক কিছু দেখলেই যেন তক্ষণা পুলিশে খবর দেওয়া হয়। জঙ্গিদের খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। পহেলগাঁও হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় সেনা। সাম্প্রতিককালে জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত দিয়ে একাধিকবার জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে পাকিস্তানি জঙ্গিরা। অবশ্য ভারতীয় সেনার তপরতায় সেই চেষ্টা রুখে দিয়েছেন জওয়ানরা। তাই ভারতে প্রবেশের জন্য অন্য রাস্তা খুঁজছে জঙ্গিরা।

জিএসটি হার কমানোর পক্ষে বাংলা তবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্রকেই, দাবি রাজ্যের

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ কেন্দ্র সরকারের পণ্য পরিষেবা করের (জিএসটি) হার কমানোর পক্ষে বাংলা। তবে সেই সঙ্গে দাবি, রাজস্ব ক্ষতিপূরণের রাস্তা বার করতে হবে কেন্দ্রকেই। বাংলার সঙ্গে সহমত দেশের বাকি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিও। ৩, ৪ সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে, আর সেখানে বাংলা-সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি তাদের এই দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরবে ঠিক করেছে। শুক্রবার দিল্লিতে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীরা জিএসটির হার পুনর্গঠন নিয়ে আলাদা বৈঠকে আলোচনা করেছেন। সেখানে বাংলার পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জনগণের স্বার্থে রাজ্য সরকার জিএসটি-হার কমানোর পক্ষে। তবে, তার ফলে রাজ্যগুলির যে রাজস্ব ক্ষতি হবে তা কীভাবে পূরণ করা হবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও রোডম্যাপ কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে না দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলা। রাজ্যের তরফ থেকে এদিনের বৈঠকে মূল তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, জনগণের সুবিধার্থে জিএসটির হার যুক্তিসঙ্গত করার প্রস্তাবের পক্ষে আমরা। তবে, এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে এবং রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে। এর ফলে জনসাধারণের বিতরণ ব্যবস্থা এবং রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পগুলির উপর মারাত্মক প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। তাই এই রাজস্ব ক্ষতি রক্ষা করা প্রয়োজন এবং জিএসটির অতিরিক্ত কর হিসাবে সেসের সমপরিমাণ আদায় অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বাংলার তরফ থেকে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনার উজ্জয়িনী দত্ত। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, কেরল, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও তেলঙ্গানার অর্থমন্ত্রীরা। বৈঠকে আলোচনায় উঠে এসেছে, জিএসটি হার পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রের প্রস্তাবের ফলে তাদের সম্মিলিতভাবে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে। সেই ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে সেই রাস্তা কেন্দ্রকেই ঠিক করতে হবে। বিলাসবহুল পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি দাবি করেছে যে এই শুল্ক থেকে প্রাপ্ত আয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা উচিত।

জাপান সফর সেরে চিনে মোদি, আসছেন কিম-পুতিনও

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ জাপান সফর শেষ করে এবার চিনের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৫ তম এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান পৌঁছল চিনের তিয়ানজিন শহরে। ভারত তো বটেই মোদির এই সফরে বাড়তি নজর গোটা বিশ্বের। বিশেষ করে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মাঝেই চিন-ভারতের একমঞ্চে আসা, আমেরিকার জন্য জোরাল বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান, ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উন।আগামী ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনের তিয়ানজিনে বসছে ২৫তম সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠক। সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১০টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এসসিও। তবে সময় বদলেছে। সমসাময়িক বিশ্বকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন উদ্দেশ্যও যোগ হয়েছে এসসিওতে। শুল্কের খাঁা হাতে বিশ্বজুড়ে মার্কিন ' মাঝে রবিবার একমঞ্চে বসছেন চিনের প্রেসিডেঃট শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন, নরেন্দ্র মোদি, তুরস্কের এরদোগান, ইরানের পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উনরা। অনুমান করা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যেকার সমস্যাকে পিছনে ফেলে বৃহত্তর স্বার্থে এই মঞ্চ থেকেই একত্রে চলার শপথবাক্য পাঠ করতে পারেন এশিয়ার নেতারা। সেক্ষেত্রে আমেরিকাকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ব দেখবে গ্লোবাল সাউথের জয়ধ্বজা। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর শুল্কের অস্ত্র হাতে দাপাদাপি শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রুশ তেলের অজুহাতে ভারতের উপর চেপেছে ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে লাগাতার রাশিয়াকেও শাসানি দেওয়া হচ্ছে। এমনকী একদফা শুল্কযুদ্ধের পর বিরল খনিজ রপ্তানি না করলে চিনের উপরও ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। ইচ্ছেমতো নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের খামখেয়ালিপনায় ট্রাম্পের উপর বিতশ্রদ্ধ এশিয়ার দেশগুলি। বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমেরিকার এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুাতে গ্লোবাল সাউথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, একদা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে চিড় ধরলেও আমেরিকার শুল্কবোমা আছড়ে পড়ার পর থেকেই ভারত-চিন সৌহার্দ্যের নৌকা তরতরিয়ে এগিয়েছে।

কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের কারিগর বাগু খান এনকাউন্টারে খতম

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে উপত্যকায় জঙ্গি অনুপ্রবেশের অন্যতম কারিগর, সেই 'হিউম্যান জিপিএস' নামে কুখ্যাত বাগু খানকে নিকেশ করল ভারতীয় সেনার জওয়ানরা। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের গুরেজের অভিযানে সাফল্য এল। বাগু খান ওরফে 'সমন্দর চাচা' ১৯৯৫ থেকে পিওকে-তে সক্রিয়। ভূস্বর্গে অনুপ্রবেশের অন্যতম পুরনো কারিগর হিসাবে চিহ্নিত এই ব্যক্তি। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, নওশেরা নার এলাকায় আরও এক জঙ্গির সঙ্গে বাগু খানকে খতম করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গুরেজ সেক্টরের বিভিন্ন এলাকায় ১০০ টির বেশি অনুপ্রবেশে প্রচেষ্টায় হাত ছিল বাগুর। কাশ্মীরের কঠিন ভূখণ্ড এবং পাহাড়ি এলাকার গোপন পথ সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় অধিকাংশ প্রচেষ্টাই সফল হয়। এই কারণে সমস্ত জঙ্গিগোষ্ঠীর পছন্দের লোক হয়ে উঠেছিল এই ব্যক্তি।

এক সময় হিজবুল কমান্ডার হিসাবেও কাজ করেছে বাগু। সেই সময় গু

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুলেট ট্রেনে সফর মোদীর

টোকিও, ৩০ আগস্টঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন জাপানে রয়েছেন। শনিবার মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বুলেট ট্রেনে যাত্রা করেছেন। শনিবার সকালে এক্সে সেই মুহূর্তের একটি ছবি পোস্ট করে জাপানের প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সেনডাইতে।’জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা আরও জানান, জানালা থেকে নতুন আলফা-এক্স ট্রেনের পর্যবেক্ষণ। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা আরও একটি টুইট লেখেন, জেআর ইস্টে বর্তমানে প্রশিক্ষণরত ভারতীয় ট্রেন চালকদের শুভেচ্ছা।

নিম্নচাপের জেরে চারদিনের সতর্কতা জারি ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ৩০ আগস্ট ঃ আবহাওয়া দফতর শনিবার জানিয়েছে, আগামী চারদিন ধরে ওড়িশার একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের অন্তত ২০টি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে, যা চলবে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ সক্রিয় হয়ে ওঠায় মৌসুমি বায়ু জোরদার হয়েছে এবং এর জেরেই টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ গঠনের কারণে বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর সঙ্গে বজ্রঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরগড়, কেওঁঝর এবং ময়ূরভঞ্জ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস। ভুবনেশ্বরের আবহবিদদের মতে, এই নিম্নচাপ-জনিত বৃষ্টির প্রভাব রাজ্যের সর্বত্র অনুভূত হবে। ২ সেপ্টেম্বর গোটা ওড়িশাতেই ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই দিনও হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। এই সতর্কতার অর্থ হল, সাধারণ মানুষকে সাবধান থাকতে হবে, কারণ প্রবল বৃষ্টির ফলে নদী-নালা উপচে পড়তে পারে, শহর ও গ্রামীণ এলাকায় জল জমতে পারে, গ্রামীণ রাস্তাঘাটে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। রাজ্যের আবহবিদরা এ-ও জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। ধাপে ধাপে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমবে এবং আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ার দিকে এগোবে। তবে পরবর্তী কয়েকদিন নদী অববাহিকা অঞ্চলের জেলাগুলিতে সতর্কতা জারি রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই তৎপর হতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নদী ও খালবিল সংলগ্ন অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিশেষত যেসব এলাকায় পাহাড়ি ঝর্ণা রয়েছে, সেখানে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। প্রবল বর্ষণের জেরে চাষের ক্ষেতেও প্রভাব পড়তে পারে। কৃষকরা আশঙ্কা করছেন, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পাকা ধান ও অন্যান্য শস্যক্ষেত নষ্ট হতে পারে। আবার কিছু এলাকায় বৃষ্টির জেরে খরা পরিস্থিতি কাটতে সাহায্যও করবে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে এই বৃষ্টির প্রভাব দ্বিমুখী হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ওড়িশার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়ও উচ্চ ঢেউ উঠতে পারে। তাই মৎস্যজীবীদের আগামী কয়েকদিন সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

উদ্ভাবন ও গবেষণা একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়, শিল্পজগতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে করতে হবেঃ ডাঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি , ৩০ আগস্ট ঃ সিএসআইআর-এর অধীনস্থ কলকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিজিসিআরআই)-এর বর্ষব্যাপী হীরক জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি হল বৃহস্পতিবার। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং ভবিষ্যতে ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে শিল্পজগতের সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) ।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে , হীরক জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কলকাতায় সিজিসিআরআই-এর এমএন সাহা প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রী বলেন, ভারতের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিশ্চিত করতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পজগতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি টিকা উদ্ভাবন এবং জম্মু-কাশ্মীরে ল্যাভেন্ডার চাষের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। শিল্প সংস্থাগুলি কীভাবে বিভিন্ন গবেষণামূলক উদ্যোগে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের জীবিকার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং বাজারের চাহিদা অনুসারে নানা পণ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়েছে, সেই বিষয়টি তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।ডাঃ সিং বলেছেন, এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের গবেষণামূলক উদ্যোগ কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পজগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই আমরা সেমিকন্ডাকটর, পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানী এবং কোয়ান্টাম টেকনোলজির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো। সিজিসিআরআই কাঁচ এবং সেরামিক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীকে স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা উৎপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়।মন্ত্রী বলেন, ১৯৫০ সালে সিএস আইআর-এর প্রথম দিকের গবেষণাগার হিসেবে সিজিসি আরআই গড়ে ওঠে। নানাধরনের কাঁচ এবং সেরামিক সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপটিক্যাল গ্লাস, বর্জ্য থেকে উপাদিত বিশেষ ধরণের ইঁট, বিকিরণ প্রতিরোধী কাঁচ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বায়ো-সেরামিকের তৈরি নানাধরনের সামগ্রী উদ্ভাবনে সিজিসিআরআই-এর গবেষণাগারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, জলজীবন মিশন এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিজিসিআরআই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ গ্লাসের সফল আয়োজন করেছে এই সংস্থা।ডাঃ সিং জ্বালানী, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজে ব্যবহার করা যায় এধরনের সামগ্রী নিয়ে যে সিজিসিআরআই-এর গবেষণাগারগুলিতে কাজ চলছে সেগুলি ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে বিআইটি মেসরা-র উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্না এবং আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কানপুর আইআইটি-র আশুতোষ শর্মা ভাষণ দেন। সিএসআইআর-এর মহানির্দেশক অধ্যাপক ডঃ শেখর সি মান্ডে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।মন্ত্রী বলেন, সিজিসিআরআই সেমিকন্ডাকটরের জন্য ব্যবহৃত উন্নতমানের সেরামিক সরবরাহ করে। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানী উপাদনে ইলেক্ট্রোলাইজার সেল ব্যবহারেও সলিড অক্সাইড সরবরাহ করেছে এই সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠান ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদী। এখান থেকে প্রতি বছর তরুণ গবেষকদের নানাধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্টার্টআপ সংস্থা ও হস্ত শিল্পীরা নানাধরনের সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পেয়ে থাকেন।

দেশে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়ডা, ৩০ আগস্ট ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় গত ১১ বছরে দেশে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে। গত ১১ বছরে ইলেকট্রনিক্স রফতানি প্রায় ৮ গুণ বেড়েছে। মোবাইল, ল্যাপটপ, সার্ভার, হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন উৎপাদান, রাউটার - এই সকলের উৎপাদন ভারতেই শুরু হয়েছে।কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার উত্তর প্রদেশের নয়ড়ায় ভারতের প্রথম টেম্পারড গ্লাস উৎপাদন কারখানা, ’অপ্টিমাস ইনফ্রাকম লিমিটেড’-এর উদ্বোধন করেছেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, একের পর এক সব যন্ত্রাংশ ভারতে তৈরি হতে শুরু করেছে। মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত টেম্পারড গ্লাস কভারের জন্য একটি প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত টেম্পারড গ্লাস আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্ল্যান্টে তৈরির মাধ্যমে ভারতে প্রায় ২.৫ কোটি টেম্পারড গ্লাস তৈরি হবে। ভারতে ধাপে ধাপে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধাপে ধাপে ভারতে একটি ইলেকট্রনিক্স ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করছে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার বৈধতা ত্রোইকার নেইঃইরান

ইরানঃ- ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্ন্যাপব্যাক প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইউরোপীয় ত্রোইকার প্রচেষ্টার কোনও বৈধতা নেই।ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি আজ শুক্রবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান এবং খক্কঞ্চক-এর যৌথ কমিশনের সমন্বয়কারী কাযা. কালাসকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে লিখেছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ত্রোইকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার বৈধতা নেই। প্রস্তাবটি ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর ২২৩১ রেজ্যুলেশন দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। অবৈধ এবং অকার্যকর হয়ে যাবে। সময়সূচি অনুসারে ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে মেয়াদ শেষ হওয়া. উচিত।তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কৌশলী ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকার এবং কূটনীতিকে সহজতর করে এর বহুপাক্ষিকতা বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।এদিকে, জাতিসংঘ মহাসচিবকে লেখা চিঠিতে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যকে অযৌক্তিক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি এলভি আলফারো ডি আলবা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে লেখা এক চিঠিতে, আরাকচি লিখেছেন, আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যকে আন্তর্জাতিক আইনের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বলপ্রয়োগে নয়।রাশিয়াঃস্ন্যাপব্যাক সক্রিয় করা ইউরোপের জন্য একটি বড় ভুল ছিল’ভিয়েনায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি মিখাইল উলিয়ানভ বলেছেন, ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে স্ন্যাপব্যাক সক্রিয় করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পদক্ষেপ একটি বড় ভুল।’ বৃহস্পতিবার তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে উলিয়ানভ আরও বলেছেন, এই পদক্ষেপটি ছিল ’ত্রোয়িকার’ আরেকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ যা পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ অচলাবস্থায় নিয়ে এসেছে।’মার্কিন বাহিনী ইহুদিবাদী সরকারের সাথে গাজার জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িতআন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে যে, গাজায় সামরিক অভিযানে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একা নয়, মার্কিন বাহিনীও ছিল। তাদের প্রতিবেদনে মার্কিন বাহিনীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি একটি প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে যে, গাজায় যুদ্ধাপরাধে ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন সেনা সদস্যরা আইনি দায়বদ্ধতার মুখোমুখি হতে পারে।রাশিয়া ইউক্রেনীয় ড্রোন কারখানায় হামলা চালিয়েছে রাশিয়ান বাহিনী কিয়েভে তুর্কি বায়রাক্টর ড্রোন কারখানায় হামলা চালিয়েছে। গত ছয় মাসের মধ্যে এটি ছিল চতুর্থ আক্রমণ। ইউক্রেন ঘোষণা করেছে যে, দুটি রাশিয়ান ইস্কান্দার-এম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বায়রাক্টর ড্রোন কারখানায় আগুন লেগেছে।হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ভেনিজুয়েলার ওপর সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেনহোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লিভিট ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, নিকোলাস মাদুরোর সরকার ভেনিজুয়েলার বৈধ সরকার নয়। একটি মাদক কারবারি এবং সন্ত্রাসবাদী সরকার।লেবাননের সাংবাদিকদের অপমান করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্ষমা চাইলেনতুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং সিরিয়ায় নিযুক্ত বিশেষ দূত থমাস ব্যারাক,

কাছাড়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠানে ফিট ইন্ডিয়া মিশনে নাগরিকদের আহ্বান জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ৩০ আগস্ট ঃ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার শিলচরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের, যা পরিণত হয় ক্রীড়া ও ফিটনেস সংস্কৃতির এক অনন্য দৃষ্টান্তে।হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করে অনুষ্ঠিত এই উদ্যাপনে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তা থেকে শুরু করে ক্রীড়াপ্রেমী, জনপ্রতিনিধি, প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ সহ বহু বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত ফিলিস হ্রাংচাল, সহকারী আয়ুক্ত তথা জেলা মিশন সমন্বয়ক বহ্নিখা চেতিয়া, ও সহকারী আয়ুক্ত তথা ভারপ্রাপ্ত উপ-অধিকর্তা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় শিলচরের দীপা দাস। ছিলেন ডিএসএ সভাপতি শিবব্রত দত্ত, সম্পাদক অতনু ভট্টাচার্য এবং শিলচরের বিধায়কের প্রতিনিধি দেবাশিস সোম সহক্রীড়া মহলের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব জাতীয় ক্রীড়া দিবসের ঐতিহাসিক তাপর্য তুলে ধরে বলেন, আজকের দিনটি আমরা উদ্যাপন করছি হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, যিনি তাঁর অসামান্য দক্ষতা দিয়ে ভারতীয় হকিকে বিশ্বদরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ভারতের অলিম্পিক সাফল্যের পেছনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ধ্যানচাঁদের অনুপ্রেরণায় ভারত ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে সোনা জিতেছিল এবং ১৯৬৪ সালে ফিরে এসেছিল স্বর্ণপদক জয়ে।জেলা আয়ুক্ত যাদব বলেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস কেবল স্মরণ নয়, এটি আমাদের কাছে একটি বার্তা। খেলাধুলা শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বরং শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং অধ্যবসায়ের জীবনদর্শন।এ বছরের উদ্যাপন ফিট ইন্ডিয়া মিশনের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মূল স্লোগান ‘ ঘণ্টা খেলো মাঠে’। এ বিষয়ে জেলা আয়ুক্ত বলেন, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র একটি প্রচার নয়, এটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপ। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা শারীরিক অনুশীলন করা উচিত, যাতে আমরা জীবনধারাজনিত অসুস্থতা থেকে মুক্ত থাকতে পারি। তিনি বিদ্যালয়, কলেজ, সমাজ এবং পরিবারগুলিকে খেলাধুলাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, ফিটনেস কোনও বিলাসিতা নয় এটি সুস্থ সমাজ গঠনের মূলভিত্তি।অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা ক্রীড়া আধিকারিক সার্চে তেরন বলেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব এবং কাছাড় জেলার ঐতিহ্যগত ক্রীড়া সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা যাবে।ডিএসএ সভাপতি শিবব্রত দত্ত প্রশাসনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, আজকের দিনটি শুধু উদ্যাপন নয়, এটি কাছাড়কে শক্তিশালী ক্রীড়া পরিকাঠামোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে ডিএসএ ভবিষ্যতেও স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের উন্নতির জন্য সবধরনের সহযোগিতা করবে। উদ্যাপনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিনজন প্রবীণ ক্রীড়াবিদকে আজীবন অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান। তাঁদের জীবনের সাফল্যের গল্প শুনে উপস্থিত সকলেই গর্ব অনুভব করেন এবং অনুষ্ঠানস্থল করতালির গর্জনে মুখরিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শুরু হয় জেলা-স্তরের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, যা ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহে ভরিয়ে তোলে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লব বিশ্বাস।জাতীয় ক্রীড়া দিবসের কর্মসূচি এখানেই থেমে থাকছে না। আগামী ৩০ আগস্ট নার্সিং হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে প্রবীণ নাগরিকদের দাবা প্রতিযোগিতা এবং ৩১ আগস্ট রাজা জি সি হাই স্কুল, বাখলা থেকে সকাল ৭টায় শুরু হবে সাইকেল র‍্যালি, যার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত এবং স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা দেওয়া. হবে।উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকে দেশজুড়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন শুরু হয়েছে। এই দিনটি এখন শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক স্মরণ নয়, বরং ক্রীড়া ও ফিটনেসকে সমাজের অঙ্গ করে তোলার এক আন্দোলন। কাছাড় জেলা প্রশাসনের এই বছরের জমকালো আয়োজন প্রমাণ করল যে ক্রীড়া শুধু বিনোদন নয়, এটি স্বাস্থ্য, ঐক্য এবং উন্নত সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

জাপানের ১৬টি প্রিফেকচারের গভর্নরদের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর

টোকিও, ৩০ আগস্ট ঃ টোকিওতে জাপানের ১৬টি প্রিফেকচারের গভর্নরদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, আজ সকালে টোকিওতে, জাপানের ১৬টি প্রিফেকচারের গভর্নরদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। ভারত-জাপান বন্ধুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল রাজ্য-প্রিফেকচার সহযোগিতা। এই কারণেই গত শুক্রবার ১৫-তম বার্ষিক ভারত-জাপান শীর্ষ সম্মেলনে এই বিষয়ে একটি পৃথক উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, বাণিজ্য, উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিশাল সুযোগ রয়েছে। স্টার্টআপ, প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ভবিষ্যত ক্ষেত্রগুলিও উপকারী হতে পারে। জাপান সফরকে ফলপ্রসূ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, একটি ফলপ্রসূ সফরে ফলপ্রসূ ফলাফল। আগামী সময়ে ভারত-জাপান বন্ধুত্ব আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছক।

অখিলেশ যোগ দিলেন ভোটার অধিকার যাত্রায়, বিজেপিকে কটাক্ষ তেজস্বীর

সিওয়ান, ৩০ আগস্ট ঃ ভোটার অধিকার যাত্রার অন্তিম পর্বে যোগ দিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও সাংসদ অখিলেশ যাদব। শনিবার বিহারের সিওয়ানে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের সঙ্গে ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দিয়েছেন অখিলেশ যাদব। উপস্থিত ছিলেন মিসা ভারতী ও কে সি বেণুগোপালও।বিজেপিকে কটাক্ষ করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিজেপি ভীত এবং এই ঐতিহাসিক যাত্রার কারণে, এনডিএ খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং আমাদের সবকিছুর উপর নজর রয়েছে। তাঁরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাঁরা বিহারে ক্ষমতায় ফিরে আসবে না। গতকাল পাটনায় কংগ্রেস এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি বলেন, এই লোকজন শুরু থেকেই হিংস্র। তাঁরা কাপুরুষ, দেশ তাঁদের আসল চরিত্র জানে।

কাঠুয়া-মাধোপুর রেলসেতুর সমস্যায় স্থবির ট্রেন পরিষেবা, একাধিক এক্সপ্রেস বাতিল

জম্মু, ৩০ আগস্টঃ জম্মু ডিভিশনের যাত্রীদের জন্য শনিবার এল বড় ধাক্কা। কাঠুয়া-মাধোপুর ডাউন লাইনের ব্রিজ নম্বর ১৭-এ ট্র্যাকের মিসঅ্যালাইনমেন্ট ধরা পড়তেই তড়িঘড়ি পুরো লাইনে রেল চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তার খাতিরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এর জেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। কারণ এই পথে জম্মু থেকে বিভিন্ন শহরের উদ্দেশে ছাড়া একাধিক এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। কিছু ট্রেনকে আবার মাঝপথেই থামিয়ে যাত্রী নামিয়ে দিতে হয়েছে, আবার কিছু ট্রেনকে নির্ধারিত রুটের বদলে ছোট

পথে শেষ বা শুরু করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতেই জরুরি ভিত্তিতে পরিকাঠামোগত সমস্যার খোঁজ মেলে ওই সেতুর। ট্র্যাক সামঞ্জস্য হারানোয় যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। সেই আশঙ্কা মাথায় রেখেই কোনও ঝুঁকি নেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ। রবিবার, ৩১ আঁাকের মিসঅ্যালাইনমেন্ট ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, লাগাতার বৃষ্টির কারণে সেতুর মাটির গঠন দুর্বল হয়ে পড়ায় ট্র্যাকের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত রেলপথ সচল করার ঝুঁকি নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।যাত্রীদের উদ্দেশে রেলের বার্তা, পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে তার সঠিক সময়সীমা এখনও বলা সম্ভব নয়। তাই ভ্রমণে যাওয়ার আগে অবশ্যই ট্রেনের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ কিংবা রেলওয়ে ইনকোয়ারি নম্বরে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।এদিকে, হঠা করে এতগুলি ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাস্তায় চাপ বেড়েছে। জম্মু থেকে দিল্লি, পাটনা, হাওড়া বা অন্যান্য শহরের উদ্দেশে যাত্রীরা বাস কিংবা ব্যক্তিগত গাারি উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। কিন্তু সেখানেও ভিড় বাড়ায় চরম সমস্যা দেখা

মুর্শিদাবাদে সাইবার প্রতারকদের জাল সিমকার্ড বিক্রি, গ্রেফতার দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এক মাসের মেয়াদোত্তীর্ণ সিমকার্ড জোগাড় করে তা মোটা দামে বিক্রি করা হচ্ছিল, আর সেই সিম পৌঁছে যাচ্ছিল সাইবার জালিয়াতদের হাতে। অভিযোগ, এইসব সিম ব্যবহার করেই চলত প্রতারণার চক্র। অবশেষে তল্লাশি চালিয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে গ্রেপ্তার করা হল দুই মাস্টারমাইন্ডকে, যারা আসলে দুই ভাই;বুরহন শেখ ও আসিফ ইকবাল। ধৃতদের জেরা করে চক্রের আরও গোপন তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছে বেলডাঙা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় বেলডাঙা থানা পুলিশ। সিম কার্ড পাচারের মাস্টারমাইন্ড আসিফ ইকবালকে ঝুনকা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকড়াও করা হয় ধৃতের ভাই বুরহন শেখ কেও। ধৃতদের থেকে চারটি পুরনো কিপ্যাড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩১১টি ভুয়ো সিম কার্ড। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাইবার ক্রাইমের অভিযোগ আসে। কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে বহু প্রতারককেই গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হয় টাকা। সেসব ঘটনার সূত্র থেকেই তথ্য আসে বিভিন্ন টেলিকল সংস্থার একমাসের মেয়াদের সিম অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। জানা গিয়েছে, বেলডাঙা এলাকার বহু মানুষ অফার দেওয়া ওই সিম ব্যবহার করে ফেলে দেন। এই অভিযুক্তরা ওই সিম কার্ড সংগ্রহ করতেন। সেই সিম থেকে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়! পরে সেসব সিম সাইবার জালিয়াতিদের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করা হত বলে অভিযোগ। বেলডাঙার এসডিপিও উত্তম গড়াই জানিয়েছেন, গ্রামের অনেক মানুষের কাছে ওই সমস্ত সিম কার্ড সংগ্রহ করে চড়া দামে সাইবার জালিয়াতিদের সেগুলি বিক্রি করতেন বেলডাঙার ওই দুই ভাই। আগেও সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে বিধান নগর কমিশনারেট বেলডাঙা থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ওইসব সিম কার্ড রাজ্যের বাইরেও সাইবার ক্রাইমে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেসময় প্রায় ২০০০ ভুয়ো সিম কার্ড উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আজ শনিবার দুই অভিযুক্তকে বহরমপুর আদালতে তোলা হবে।

অঙ্কুশকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এখন টলিপাড়ার অন্যতম মুখ অঙ্কুশ হাজরা। তার অভিনয় দক্ষতা অনেককেই মুগ্ধ করে। তেমনই একজন দক্ষ অভিনেতাকে হঠাৎ ইডি তলব করলো কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চর্চা, অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অভিনেতা, সেই কারণেই তলব করা হয়েছে তাঁকে। অঙ্কুশ একা নন, আগে বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলাতে ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইডি। তালিকায় নাম রয়েছে দক্ষিণী তারকা রানা দগ্গুবতি, বিজয় দেবেরাকোন্ডা থেকে কপিল শর্মা-সহ একাধিক সমাজ মাধ্যম প্রভাবিত ব্যক্তির। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে ১৬ই সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে হবে অঙ্কুশকে। অর্থাৎ পুজোর আগেই অঙ্কুশকে পড়তে হবে তদন্তকারীদের কড়া প্রশ্নবাণের মুখে। বেটিং অ্যাপগুলির হয়ে প্রচার করার বিনিময়ে তারকারা আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন বলে অভিযোগ। তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ, বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলি অবৈধভাবে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করেছে। হাওয়ালার মাধ্যমে সেই টাকা ঘোরানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। ইডির সমন নিয়ে অঙ্কুশ এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

ফের দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান নিয়ন্ত্রণ, কোন বিকল্প পথে চলবে গাড়ি?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কেবল ও বেয়ারিং বদলের কাজের কারণে আসন্ন রবিবার হাওড়ায় দিনভর কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে। নিবরার দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে জগাছা-মহিয়ারি রোড ধরে আসতে হবে। কাজিপাড়া থেকে আসা গাড়িগুলিকেও বিকল্প পথে সাঁতরাগাছি স্টেশনে যেতে হবে। কোলাঘাট বা ডানকুনি থেকে আসা কলকাতাগামী গাড়িগুলিকে রবিবার কোনা এক্সপ্রেসওয়ে বা বিদ্যাসাগর সেতু ধরতে দেওয়া হবে না। ওই গাড়িগুলিকে ধূলাগড়, নিবরা, সলপ হয়ে বিবেকানন্দ সেতু ধরতে হবে। আবার কোলাঘাটে যাওয়া গাড়িগুলি কাজিপাড়া, জিটি রোড, আন্দুল রোড হয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরতে হবে। ডানকুনিগামী গাড়িগুলিকে কাজিপাড়া থেকে বালি হয়ে যেতে হবে। কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়িগুলিকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বদলে হাওড়া ব্রিজ অথবা নিবেদিতা সেতু ধরতে হবে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার বিদ্যাসাগর বা দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হাওড়া, সাঁতরাগাছির বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে শহর কলকাতার সড়ক পথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সেতু। এছাড়া রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নের জেরে এই সেতু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিত্যদিন প্রায় ছোট বড় মিলিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি যাতায়াত করে। বয়সের নিরিখে বিদ্যাসাগর সেতু ৩৩ বছরে পা রেখেছে। ৮২৩ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ভারতে দীর্ঘতম কেবল সেতু। সেতু নির্মাণের পর থেকে ২৭ বছর কেটে গিয়েছে। ফলে সেতু নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল, ডেক স্ল্যাব, এক্সপ্যানশন জয়েন্ট প্রভৃতিরও আয়ু ২৫ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই এখন সেগুলি বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেতু বিশেষজ্ঞদের দাবি, কোনও সেতু দিয়ে টানা পঁচিশ বছর গাড়ি যাতায়াত করলেই তা সংস্কার প্রয়োজন। নইলে যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় বিপদ।

প্রতিটি সিগারেট কেড়ে নিচ্ছে জীবনের ২০ মিনিট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকারক, সিগারেট ক্যান্সারের কারণ, এই সত্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তবুও সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারি না। ধূমপান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে আপনার জন্য রয়েছে সুখবর। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ধূমপান ছেড়ে দিলে বাড়তে পারে মানুষের আয়ু। গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতিটি সিগারেট মানুষের জীবন থেকে কমিয়ে দেয় প্রায় ২০ মিনিট। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতিটি সিগারেটে ১৭ মিনিট এবং নারীদের ক্ষেত্রে ২২ মিনিট কমে যায় আয়ুষ্কাল। অর্থাৎ কেউ যদি দিনে এক প্যাকেট সিগারেট খান, তাহলে তিনি প্রায় সাত ঘণ্টা জীবনের সময় হারাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'ধূমপানের কারণে জীবনের শেষ দিক নয়, বরং মাঝামাঝি যে সুস্থ সময় থাকে সেটিই দ্রুত হারিয়ে যায়। অর্থাৎ ধূমপানের কারণে আঞ্ব য়ুষ্কাল কমলেও সেই সময়গুলো সাধারণত সুস্থভাবেই কাটানো যেত। আশার কথা হলো, ধূমপান ছেড়ে দিলে অনেকটা জীবন ফেরত পাওয়া সম্ভব। ড. জ্যাকসন বলেন, 'যারা কুড়ি বা তিরিশের কোঠায় ধূমপান ছাড়তে পেরেছেন, তাদের আঞ্ব য়ুষ্কাল ধূমপান না করা মানুষের মতোই হয়েছে। বয়স যত বাড়ে, তত কিছুটা ক্ষতি থেকে যায়। তবু যে কোনো বয়সে ধূমপান ছাড়লে আয়ু আগের চেয়ে দীর্ঘ হয়।' তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চিতভাবেই ধূমপান বন্ধ করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ। আর যত দ্রুত বন্ধ করবেন, ততদিন সুস্থভাবে বাঁচবেন।'

শিয়ালের আক্রমণে ৬ জন আহত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়াঃ ঝালদায় জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে হঠাৎ করে ঢুকে পরে একটা শিয়াল। আর তারপরেই মানুষকে আক্রমণ করা শুরু করে। আক্রান্ত ৬ জন। ঘটনাটি ঘটেছে ঝালদা বনাঞ্চলের ইচাগ গ্রামে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি শিয়াল গ্রামে ঢুকে পড়ে। হামলা চালায় গ্রামবাসীদের উপর। আহত হন ৬ জন গ্রামবাসী। তাঁদের মধ্যে আট বছরের একটি নাবালিকা রয়েছে। আহতদের ক্ষতিপূরণের দেওয়ার কথা বলেছে বনবিভাগ। স্থানীয়রা এদিন বন দফতরের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে ঝালদা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন দেওয়ার পর সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কংসাবতী নর্থ ডিভিশনের ডিএফও মদিত কুমার বলেন, আহত ব্যক্তিদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। গোটা এলাকায় চালানো হচ্ছে নজরদারি। এই বিষয়ে গ্রামবাসীরা বলেন, হঠাৎ করেই ওই শিয়ালটি আক্রমণ করে। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই ঘটনা ঘটে। বনবিভাগের পক্ষ থেকে তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয়েছে। শিয়ালটিকে আপাতত ঝালদা বনাঞ্চলের মেস্যা জঙ্গলে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। বন দফতরের অনুমান, শিয়ালটি বানসা জঙ্গল থেকে এসেছে। তবে আক্রমণের আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা।

সীমান্তরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশের প্রাক্তন আধিকারিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শনিবার বিকেলে সীমান্তরক্ষা বাহিনী বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনের প্রাক্তন পদস্থ আধিকারিক। অভিযোগ, তিনি বেআইনি ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে, পাশাপাশি বিষয়টি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। শনিবার বিকেলে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন আফরুজ্জামান। সেই সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সীমান্ত চৌহদ্দিতে তাঁকে আটক করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি বাংলাদেশের পুলিশ সার্ভিসের একজন প্রশাসনিক আধিকারিক ছিলেন। তাঁকে স্থানীয় থানার হাতে তুলে দিলে একে একে বেরিয়ে আসে বিস্ময়কর তথ্য।

দেশের সেরা গণ শৌচালয়ের শহরের মর্যাদা কলকাতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর আওতায় দেশের সেরা গণ শৌচালয়ের শহরের মর্যাদা পেল কলকাতা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সম্প্রতি কলকাতা পুরসভাকে 'ওডিএফ প্লাস সার্টিফিকেট' প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে মহানগরের কোনও ওয়ার্ডেই খোলা জায়গায় শৌচকর্ম হয় না এবং সবক'টি গণ শৌচালয়ই স্বাস্থ্যসম্মত ও সংক্রমণমুক্ত। বর্তমানে কলকাতায় মোট ৪৭৮টি গণ শৌচালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭টি একমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এই শৌচালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিকরা কয়েক মাস আগে কলকাতার বিভিন্ন শৌচালয় ঘুরে দেখেন এবং সেগুলির অবস্থা মূল্যায়ন করেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই গত সপ্তাহে পুরসভাকে ওডিএফ প্লাস সার্টিফিকেট পাঠানো হয়েছে। এই সার্টিফিকেট প্রাপ্তি শুধু শহরের স্বচ্ছতার মানকেই স্পষ্ট করছে না, নাগরিকদের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতিফলনও ঘটাচ্ছে। পুরসভা কর্তারা জানান, প্রতিটি গণ শৌচালয় এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে যাতে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই না থাকে। তবে এখানেই থেমে থাকছে না উদ্যোগ। কলকাতার পাঁচটি মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে নতুন গণ শৌচালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ইএম বাইপাস থেকে কামালগাজি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তৈরি হবে আরও ৯টি নয়া শৌচালয়। পুরসভা সূত্রে খবর, উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত মহিলাদের জন্য গণ শৌচালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য ইতিমধ্যে সরকারি জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্বীকৃতি কলকাতার স্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিকাঠামোর মাইলফলক। দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে যে দ্রুত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঘটছে, তা প্রশংসনীয়। নগরবাসীর স্বাভাবিক জীবনের মান উন্নত করতে গণ শৌচালয়ের প্রসার অপরিহার্য। বিশেষত মহিলাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি হলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসবে বড় পরিবর্তন।

এজলাসে ছেলের হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জীবনকৃষ্ণ, বিধায়কের জেল হেফাজতের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শনিবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা হাজিরা দেন কলকাতার বিচার ভবনের ইডির বিশেষ আদালতে। সেদিন তাঁর স্ত্রী টগরি সাহা ও পুত্রও উপস্থিত ছিলেন এজলাসে। পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন ইডির হাতে ধৃত বড়ঞার বিধায়ক। আদালতে তাঁর আইনজীবীর দাবি ছিল, আগেও সিবিআইয়ের হেফাজতে থাকাকালীন তদন্তকারীদের সহযোগিতা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সব যুক্তি খারিজ করে তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে। এসএসসি দুর্নীতি মামলায় গত ২৫ অগস্ট মুর্শিদাবাদের কান্দির আন্দিতে গ্রামের বাড়ি থেকে জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করে ইডি। তাঁর ইডির হেফাজতের মেয়াদ শনিবার শেষ হয়েছে। সে কারণে বিচার ভবনে ইডির বিশেষ আদালতে হাজির করানো হয়েছিল তাঁকে। সেখানেই এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র। পুত্রকে দেখে কেঁদে ফেলেন জীবন। এর আগে যখন সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি, তখন সুপ্রিম কোর্টে জামিন পাওয়ার খবর পেয়েও কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। সে সময় তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। সেই জেল সূত্রেই জানা গিয়েছিল। এ বার এজলাসে ভেঙে পড়লেন বিধায়ক। ইডির আইনজীবী ভাস্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকৃষ্ণকে আবার হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করেন। তিনি সওয়াল করে জানান, এই কয়েক দিনে তদন্তে যা পাওয়া গিয়েছে, তা জানিয়ে নথি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসার সে বিষয়ে জানাতে পারেন আদালতে। জীবনের আইনজীবী জাকির হুসেন পাল্টা সওয়াল করে জানান, ইডি যে অভিযোগ করেছে, তাতে আরও বড় কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা। সেখানে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেহাত কম। নিজের মক্কেলকে 'থার্ড লাইন এজেন্ট' বলেছেন আইনজীবী। তিনি আরও সওয়াল করে জানান, 'আসল' যাঁরা, তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। জীবন আগেও তদন্তকারীদের সহযোগিতা করেছেন। যদিও আঞ্ব দালত তাঁকে আবার বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, গত কয়েক বছরে এক কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জীবনকে এর আগে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। সুপ্রিম কোর্টে তিনি জামিন পেয়েছিলেন। এ বার তাঁকে ইডি গ্রেফতার করেছে। ইডি সূত্রে খবর, এসএসসি মামলার তদন্তে নেমে তৃণমূল বিধায়কের অনেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও লেনদেনের হদিস মিলেছে। শুধু জীবনকৃষ্ণ নন, তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টেও লেনদেন হয়েছে বলে খবর। এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য, নথি সংগ্রহ করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অনেকের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে ৪০ লক্ষের বেশি টাকা অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন জীবনকৃষ্ণ। কারও কারও কাছ থেকে একাধিক দফায় টাকা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই চাকরি পাননি।২৫ অগস্ট জীবনের বাড়িতে ইডি যখন হানা দেয়, তখন বিধায়ক পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে কাদায় পড়ে যান তিনি। তাঁর মোবাইল ছিটকে পড়ে পরিত্যক্ত নর্দমায়। জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসে ইডি। পরে খোঁজাখুঁজি করে একটি নর্দমা থেকে পাওয়া যায় জীবনের মোবাইল। বীরভূমে তাঁর পিসি তথা তৃণমূল কাউন্সিলর মায়া সাহার বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চলেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগে সিবিআই যখন জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করেছিল, তিনি কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের দেখে দু'টি মোবাইল বাড়ির পাশের পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তিন দিন ধরে তল্লাশি চালিয়ে পুকুরের জল ছেঁচে তুলে সেই মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছিল।

বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়েও গাড়না সমবায় পরিচালন সমিতির বোর্ড তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, বিদ্যুৎ কুমার মাহাত, হিলিঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ৫ নং জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী গাড়না সমবায় সমিতির নির্বাচন গত ১০ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই দিনেই ফল ঘোষিত হয়। নয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আঞ্ব সনে জয় লাভ করে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা। তিনটি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা ও একটি আসনে জয়লাভ করেছিল আরএসপি সমর্থিত প্রার্থী। আজ বোর্ড গঠন করার সময় আর এস পি-র এক প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করে। ফলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় চার। অন্যদিকে বিজেপির একপ্রার্থী সকাল থেকেই বিজেপির যোগাযোগে ছিলেন না। বোর্ড গঠনের সময় গান না সমবায় সমিতিতে অনুপস্থিত থাকার ফলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা হয় চার ও বিজেপির চার। জেলা সমবায় চেয়ারম্যানের ভোটে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল সমর্থিত জয়ীরা। ভোটাভুটিতে তৃণমূল সমর্থিত জয়ী প্রার্থীর সংখ্যা হয় পাঁচ ও বিজেপির চার। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করায় চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন আর এস পি-র জয়ন্ত বর্মন। অন্যদিকে সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন তৃণমূলের দেবাশীষ দাস। বোর্ড গঠনের পরই আনন্দে মেজে ওঠেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তবে বিজেপির মানিকও গ্রামের জয়ী সদস্য অনুপস্থিত থাকার ফলে এলাকায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কেন তিনি সকাল থেকে যোগাযোগ করলেন না! কেনই বা বোর্ড গঠনে উপস্থিত হলেন না! এ বিষয়ে জেলা স্তরে শোরগোল পড়ে গেছে। যদিও এ বিষয়ে বিজেপির কোন নেতৃত্ব মুখ খুলতে চাননি। তবে এই বিষয় নিয়ে জেলা বিজেপিতে চিন্তার ভাঁজ সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে তৃণমূলের তরফে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক আশুতোষ সাহা জালান, বোর্ড গঠনে তৃণমূলের সমর্থনে পাঁচটি এবং বিজেপির সমর্থনে চারটি ভোট পড়ে। বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত বিজেপির বাঙালি বিরোধী অবস্থানের জেরে এমন বিজেপির বেহাল দশা। তাই অনেকে উপস্থিত হননি'। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মাহাতো জানান, 'দীর্ঘদিন নির্বাচন পর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। এর জন্য এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ'। এদিকে বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি জয়ন্ত প্রামানিক জানান, আজ বোর্ড গঠনের বিষয়ে কিছু জানিনা, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বিজেপির, কেন এমন হলো পর্যালোচনা করা হবে'। বিজেপির সমবায় নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী দূর্যয় মার্ডি জানান, নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও বোর্ড গঠনে অনুপস্থিত হওয়া ঠিক নয়, জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাবে'। এই বোর্ড গঠনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক আশুতোষ সাহা, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মাহাতো, বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কৃষ্ণ মাহাতো, কাসেম মন্ডল, সাইফুল আলম রানা, অসিত কুমার পাহান, জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থক।

উত্তরপ্রদেশের মীরাটে মর্মান্তিক ঘটনায় আদালতে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা

দুরন্তবার্তা, সমীর দাস, মীরাট ঃ উত্তরপ্রদেশের মীরাটে মর্মান্তিক এক ঘটনায় নৃশংস ধর্ষণের শিকার হয় ১১ বছরের মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, মূক-বধির এক নাবালিকা। আদালতে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হলেও ক্ষতবিক্ষত মেয়েটির পরিবার বলছে, এর চেয়ে বড় অবিচার আর কিছু হতে পারে না। তারা অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানালেও সেই রায় আসেনি। চিকিৎসার ভার বহন করতে না পেরে অসহায় পরিবার এখন দিন গুনছে সরকারি সাহায্যের আশায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ এপ্রিল। সন্ধেবেলা শৌচকর্মের জন্য মাঠে বের হয়েছিল ছোট্ট মেয়েটি। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের উদ্বেগে শুরু হয় মরিয়া খোঁজাখুঁজি। কয়েক ঘণ্টা পরে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামের শস্যক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন, আর নৃশংসতার ছাপ সবচেয়ে ভয়াবহভাবে ছিল গোপনাঙ্গে। মেডিক্যাল পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে সে নৃশংস ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনার পর তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে স্থানীয় যুবক দান সিং যাদবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। চার মাসের মধ্যেই মামলার শুনানি সম্পূর্ণ হয় এবং ১১ আগস্ট রামপুর পকসো আদালতের বিচারক রামগোপাল সিং এই ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা ঘোষণা করেন। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও; যেখানে বিচারক ঘটনাকে অকল্পনীয় নির্মম বলে মন্তব্য করেছিলেন; ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন সাজাতে হতাশ ভিকটিম পরিবার। আদালতে উপস্থিত থাকা মেয়েটির মা কান্নারত অবস্থায় বলেন, 'ও হয়তো নির্ভয়া নয়, কিন্তু ক্ষত তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।' কিন্তু আদালতের রায়ের বাইরে আরও বড় লড়াই এখন তাদের জন্য চিকিৎসা। মীরাটের লালা লাজপত রায় মেমোরিয়াল মেডিকেলে টানা ১৪ দিন চিকিৎসার পর তাকে জরুরি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অন্ত্র বাইরে এনে বিকল্প পথে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়। এখনো অন্তত দুটি বড় সার্জারির প্রয়োজন, ডাক্তারদের ভাষ্য মতে মেয়েটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগবে। নিয়মিত কোলস্টোমি ব্যাগ কিনতে হচ্ছে, যার খরচই সামান্য আয়ের পরিবারের পক্ষে প্রতি মাসে বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। নির্যাতিতার বাবা নিজেও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। মা দিনমজুরি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করতেন। একমাত্র বড়ভাই ছিলেন রোজগেরে, তিনি হিমাচলের কাজ ছেড়ে বোনের পাশে দাঁড়াতে ফিরে এসেছেন। ফলে পরিবার কার্যত আয়ের উৎস হারিয়েছে। এদিকে আইনি প্রক্রিয়া, কোর্ট-কাছারি এবং চিকিৎসার খরচ মিলিয়ে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে, দুই কামরার কাঁচা ঘরে আতঙ্ক আর অভাবের মধ্যেই দিন কাটছে তাদের। সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক; এমন গুরুতর অপরাধের পরও রাজ্য সরকার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। পরিবার বলছে, তারা এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য পায়নি। অথচ আইন অনুযায়ী পকসো ভিকটিমদের জন্য রাজ্য ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিম রয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মানবাধিকার কর্মী এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, 'এই ঘটনায় শুধু আদালতের রায় নয়, প্রশাসনের দায়িত্বহীনতাও প্রশ্নের মুখে। নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থা এমন ভয়াবহ যে অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ছাড়া পরিবারের পক্ষে চিকিৎসা চালানো অসম্ভব।' সমাজের দুর্বলতম, প্রতিবন্ধী কন্যার উপর পশুত্বের এই ক্রুর আঘাত দেখিয়ে দিল যে দেশে নৃশংস ধর্ষণ এখনো থামছে না, বরং ভুক্তভোগী পরিবারগুলো লড়াইয়ের ময়দানে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু রায়ে নয়, বাস্তব সাহায্যেই প্রকৃত ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে; এমনটাই মনে করছে সাধারণ মানুষ।

ধসের কারণে ঘ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭০ সংখ্যা, রবিবার, ১৪ ভাদ্র, ১৪৩২

সঙ্গীত জগতের ভাবনা

শচীনকর্তার খুব আফসোস ছিল পঞ্চমকে নিয়ে। তার কারণটাও আবার সলিল। পঞ্চম তখন কিশোর। অথচ সলিলের চলে যাওয়ার এত বছর পরেও একা বাড়িতে বসে যখন ভাবি, মনে হয় এই তো সে দিনের ঘটনা। জোর কদমে চলছে 'দো বিঘা জমিন'-এর গানের রেকর্ডিং। স্টুডিয়োয় এসেছেন শচীনকর্তা। তাঁকে দেখে সলিল তো বেজায় খুশি। হঠাৎ বিমলদার সামনেই দুম করে একটি মন্তব্য করে বসলেন কর্তা। সলিলকে বললেন, ''জানস, আমার সুর মনে ধরে না আমার পোলাডার। ও পাগল তর সুরে। বার বার শুইনতে থাকে তর গান। আমারে ও মানে না। পারিস তো এট্টু বোঝাস পঞ্চমরে।'' ক্ষোভ ছিল কর্তার। কিন্তু ছেলে পঞ্চম ছিল যাকে বলে সলিলের অন্ধ ভক্ত। রেকর্ডিংয়ের সময়ে চলে আসত স্টুডিয়োয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। রেকর্ডিংয়ের পরও ছাড় নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এমনই সলিল-জাদুতে মজে থাকত ও। মনে পড়ে কত গল্প, কত কাহিনি। কত মানুষের ভালবাসার কথা। তাঁরা শুধু সলিলকে ভালবাসতেন তাঁর সুরের মায়াজালের জন্য। সি রামচন্দ্রন। বিখ্যাত সুরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে এক বার শুনতে পেলেন কোথায় যেন বাজছে 'আজা রে পরদেশি'। অভিভূত তিনি! অনেক খোঁজাখুঁজি করে সটান চলে গেলেন স্টুডিয়োয়। সলিলের সঙ্গে দেখা করতে। জড়িয়ে ধরে বললেন, ''দাদা, লতাকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, মনে হচ্ছে যেন যোলো বছরের কোনও মেয়ের গলায় গান শুনছি।'' সলিলকে ঘিরে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের ঘটনাটিও প্রায় একই রকম। এক সময় হাতের কাছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যাঁকেই দেখতেন উস্তাদজি, তাঁকেই অনুরোধ করতেন, ''লেড়কা কো এক বার মেরে পাশ লা সকতে হো?'' তখন 'পরখ' ছবির 'ও সাজনা বরখা বহার আয়ি' গানের সঙ্গে সেতার জুড়ে এমন এক সুর বেঁধেছিলেন সলিল, খুব মনে ধরেছিল উস্তাদজির। বারবার শুনবেন বলে রেকর্ডও কিনে ফেলেছিলেন। তার পরই সেই খোঁজ। খান সাহেব তাঁকে খুঁজছেন শুনে সলিল নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যান। সে '৬০ সালের কথা। তার আগে, পঞ্চাশের দশক? বাঙালি শ্রোতা তত দিনে মন দিয়ে ফেলেছে সলিলে। এ দিকে সলিল চান মুম্বই যেতে। এমনই এক সকালে বহু আকাঙ্খিত সেই টেলিফোন। ওপারে থাকা মানুষটি বললেন, ''ঠিক আছে, চলে আসুন।'' সেই মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং বিমল রায়! বিমলদা। ট্রেনে করে সোজা বম্বে। তার পর তো ইতিহাস। বিমলদার বাড়ি পৌঁছে গেলেন সলিল। কিন্তু সুরকার হিসেবে নয়। কলকাতায় এসে সলিলের লেখা 'রিক্সাওলা' গল্পটি পড়ে খুব পছন্দ হয়েছিল বিমলদার। হিন্দিতে সেই কাহিনি নিয়ে হইহই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সলিলের সঙ্গে কথা বলে বিমলদা ঠিক করেন ছবির নাম হবে 'দো বিঘা জমিন'। চিত্রনাট্যও লিখবেন সলিল। কিন্তু ওই ছবির সুরকার হিসেবে তখনও সলিলের কথা ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন অনিল বিশ্বাসকে সুরকার করবেন।

শিল্পী সতীনাথ

মেধাবী সতীনাথ প্রতিবছর পরীক্ষায় প্রথম হতেন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন। বি এ পরীক্ষায় ডিস্টিংশান পেয়ে দেখিয়ে দিলেন গান করেও লেখাপড়া হয়। প্রথমে নজরুলের সুরে ' ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি' গাইলেন । এরপর নিজের সুরে গাইলেন ' পাষাণের বুকে'। কালজয়ী অনেক বাংলা গানে সতীনাথের কণ্ঠ, শ্রোতাদের কাছে অনির্বচনীয় আবেশ। উদ্বেলিত হয় নষ্টালজিয়া,এক আশ্চর্য সুরের মাদকতা। সতীনাথের কণ্ঠে 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো', 'আকাশ এত মেঘলা', অথবা 'রাতের আকাশ তারায় রয়েছে ঘিরে', কিংবা নচিকেতা ঘোষের সুরে 'ঐ দূর আলেয়ার একটু আলো', 'সূর্যমুখী আর সূর্য দেখবে না', সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন', 'এলো যে বরষা সহসা', শ্যামল মিত্রের সুরে 'রাতের আকাশ তারায় রয়েছে ঘিরে' গানগুলো বাঙালি কি কখনও ভুলতে পারবেন! একসময় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানের কলিগুলি বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফিরত। সুরকার সতীনাথ কম কোথায়, তাঁর সুরে লতা মঙ্গেশকরের গেয়েছেন বিখ্যাত বাংলা গান 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে'। মহম্মদ রফিও গেয়েছেন জনপ্রিয় একটি বাংলা গান 'পাখিটার বুকে যেন তীর মেরো না'। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান বিষন্ন হলেও বড় সুরেলা প্রায়শই রাগাশ্রয়ী। চাকরি করেছেন এ জি বেঙ্গলে।বাংলা গানের জগতে সতীনাথ - উৎপলা নাম দুটো একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর জীবনের শেষ সেরা গানটি বন্ধু সতীনাথ কে দিয়ে গাইয়েছেন। ' সারাটি জীবন পালঙ্কে শুয়ে কাটালাম/এবার মাটিতে বিছানা কর'। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলির চুঁচুড়ার ছেলে। বাড়িতে গানের চর্চা ছিল,ঠাকুরদা বেহালা বাজাতেন, পিতা তারক দাস মুখোপাধ্যায় ধ্রুপদী ও পুরাতনি চর্চা করতেন। মা জননী গাইতেন ভক্তিগীতি। তবে বাড়িতে আগে লেখাপড়া পরে গান। সতীনাথ চলে গিয়েছিলেন ১৯৯২সালে। সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সতীনাথকে খুবই ভালোবাসতেন। সতীনাথের মিষ্টি গলার খুবই প্রশংসা করতেন। সতীনাথ ছিলেন প্রেমের শিল্পী। প্রেমের সুর তার গলা থেকে বের হয়ে বাংলার সঙ্গীত পিপাসুদের মনকে জয় করে ফেলতে অনায়সে। বাংলা সঙ্গীত জগতে তখন স্বর্ণযুগ চলছে। সেই সময়ে মুম্বই সঙ্গীত জগতে বাঙালিরা রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা এবং মুম্বই সঙ্গীত জগতকে জয় করে বাঙালি শিল্পীরা সুরের নতুন ছন্দ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ভারতের আধুনিক সঙ্গীত জগত সুনামে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার মধ্যে সুরের জাদু রয়েছে সেটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুনপরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মাই তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে আসবে।

বাংলার সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

(রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য নিজেদের বিপ্লবী বন্ধু নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করলেন কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ফলে তাঁদের ফাঁসি হয়েছিল। কানাইলাল দত্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিলেও বিশাল জনতা সেখানে উপস্থিত হয়ে শোভাযাত্রা করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল। তাতে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে যায়। ইংরেজ পুলিশ এই বিশাল জনসমাবেশকে সামাল দিতে পারেনি।পরে সত্যেনের মৃতদেহ দেশবাসীর হাতে তুলে দেয়নি ইংরেজ প্রশাসন। তারা জেলের মধ্যেই সত্যেনের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছিল।)

নরেনের স্বীকারোক্তি পরের অংশ ঃ ছোটলাট সাহেব স্যার এনড্রু ফ্রেজার হাওড়া হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমি আগে গিয়া রেললাইনের উপর বোমা রাখিয়া আসিব। লাট সাহেবের গাড়ি উড়াইবার কাজে ছিলাম। আমি, বারীন, বিভূতি এবং উল্লাসকর চন্দননগরে গিয়াছিলাম। আমি প্রথমে শ্রীরামপুরে যাই এবং বারীন চন্দননগরে যায়। আমি সন্ধ্যার সময়ে চন্দননগরে পৌঁছি। এইটা দেওয়ালির সময় হইয়াছিল (১৯০৭ নভেম্বর)। এবার বোমাটা ফাটে নাই। আমরা চন্দননগরে শরৎ ঘোষের বাড়িতে ছিলাম। বোমাটি একটি লোহার গ্লাসের মত, তার ওপরে চাকতি ছিল। আমার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি ছিল। আমি, বারীন, উল্লাসকর ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। শান্তি ঘোষও ছিল। ইহার তিন চার দিন পরে আবার আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি আর একটা বোমা লইয়া যাই। এবারও বোমাটা গ্লাসের মতো লোহার একটা গোল বস্তু ছিল। প্রথমে মানকুণ্ডে ট্রেনে যাই। সেখান হইতে হাঁটিয়া সন্ধ্যায় যাই গন্তব্যস্থলে, পরে কাজ সারিয়া গঙ্গা পার হইয়া ট্রেনে শ্যামনগর হইতে শিয়ালদহ পৌঁছি।

নারায়াণগড়ে যে লাটসাহেবের গাড়ি উড়াইয়া দেবার চেষ্টা হয়, তাহাতে আমি ছিলাম না। কিন্তু বারীন, উল্লাসকর এবং তাহার কয়েকজন ছিল। একথা বারীনই আমাকে বলিয়াছেন। এই সময়ে আমি কাশী ছিলাম। সুবোধ মল্লিকও সেখানে ছিলেন। নারায়াণগড়ের কথা তাঁর সঙ্গে হয়। কোনও ফল না হওয়ায় তিনি দুঃখিত হন। আমি যখন বিদায় নিয়ে আসি, তখন তিনি বলেন- 'বারীনকে ধন্যবাদ দিবে।' আমি কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'অনেকদিন থেকে তো চেষ্টা চলছে। যদিও দল হয়নি, তবু ধন্যবাদ তার প্রাপ্য।'' আমি ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে এই কথা বলিলে, তিনিও বলেন, ''হ্যাঁ, একবার হয়নি, আবার হবে।''

চন্দননগরে আর একটা ব্যাপার হয়। সেখানে যে মেয়র আছেন, তাহার ডিনারে যাওয়ার সময় তাঁহার উপরে বোমা মারিবার কথা হয়। তিনি নাকি ইতিপূর্বে পুলিশের সাহায্যে স্বদেশী সভা বন্ধ করেন। তাই সব নেতারাই তাঁকে জীবিত রাখা পচ্ছন্দ করেন না। আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের বাড়িতে

যাই। আমি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, '' মেয়রকে মেরে লাভ কি? বারীন উত্তর করেন, '' দেখ, টাকার দরকার। মেয়রকে খুন করলে, অনেক জমিদাররা আমাদের দলে আসবে।'' আমি বলি, 'চন্দননগরে এমন জমিদার কে আছেন? বারীন বলেন, ' কেন উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা রয়েছেন। মিশ্রীবাবু তো এর মধ্যেই ২০০ টাকা দিয়া সাহায্য করেছেন। আরও হাজার টাটা পাওয়া যাবে।'' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- মিশ্রিবাবু কে? বারীন বললেন, -' কেন জান না, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র।' আমরা যখন চন্দনগর পৌঁছি তখন সন্ধ্যাকাল। চারুবাবু তখন গঙ্গার ধারে বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাদের দলের চন্দননগর এলাকার বিশিষ্ট নেতা। আমরা একটু দূরে ছিলাম। তিনি একটি ছেলেকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। ছেলেটি অল্পবয়স্ক, নাম নরেন। নরেন আসিয়া বলে, চারুবাবু চান মেয়রকে দুনিয়া থেকে সরাইতেই হইবে। আমরা মেয়রের বাড়ির দিকে গিয়া পার্শ্বের একটি গলিতে অপেক্ষা করি। আমরা মানকুণ্ডু ট্রেনে আসিয়া সেখান হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া চন্দননগর যাই। মেহদাস, নিরাপদ রায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বারীন, বিভূতি ও আমি ছিলাম। হেমবাবুর বাড়ি হইতেই তিনটি বোমা ও একটি ক্যানভাস ব্যাগ নিয়া আসিয়াছিলাম। ইন্দুভূষণ বোমাটা নিক্ষেপ করে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপরে আমরা গঙ্গা পার হইয়া শ্যামনগরে যাই এবং সেখান হইতে ট্রেনে শিয়ালদহ পৌঁছেছি। আমার হাতে যে রিভালবারটি ছিল সেটা মেদিনীপুরের সত্যেনের। চন্দননগর হইতে আসিয়া রিভালবারটি মানিকতলায় জমা দিই।

এই যে চারুবাবুর কথা বলিয়াছি, তাঁহার পুরা নাম চারুচন্দ্র রায়। তিনি চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। কানাইলাল দত্ত তাঁহারই শিষ্য, প্রিয় ছাত্র। ইহার অল্পদিন পরে কুষ্ঠিয়ার একটি সাহেব- হিকেন বোথামকে গুলী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই। আমি ক্ষুদিরামকে জানিতাম। তাহাকে যে মজঃফরপুর পাঠানো হয় তাহা আমি জানি। আমি পূর্ণ সেনকে জানিতাম। শুনিয়াছি ক্ষুদিরাম ও পূর্ণ তমলুকে এক সঙ্গে পড়িত। ক্ষুদিরামের একটি মোকদ্দমায় পূর্ণ সেন ক্ষুদিরামের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল কিনা আমি জানি না। দেবব্রত একজন সন্ন্যাসী মানুষ। সত্যেন্দ্র বসু রাজনারায়ণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। সত্যেন্দ্রই ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুরে মোকদ্দমার হাত হইতে বাঁচায়। সমিতিতে অরবিন্দ ছিলেন বড়কর্তা, বারীন ছোটকর্তা।'' নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তি সত্য মিথ্যায় জড়িত। হিকেন বোথামকে গুলী করার সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার কিংবা তার দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভবানী মন্দির পুস্তকে বোমা তৈরি এবং সাহেব হত্যার কথা ছিল এও সত্য নয়।

ক্রমাগত পাঁচদিন পর পর নরেনের সাক্ষ্য চলল। গোঁসাই-এর সাক্ষ্যের পূর্বে মামলার আসামী ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নগেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র কানুগো, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দীনদয়াল বসু, সুবীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্ন্যাল, হৃষিকেষ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, শিশির সেন, হেমচন্দ্র সেন এবং বীরেন্দ্র সেন। গোঁসাই-এক স্বীকারোক্তির ফলে নূতন করে গ্রেফতার করা হল- চারুচন্দ্র রায় (চন্দননগর), ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য, হৃষি দাস, দেবব্রত বসু এবং সত্যেন্দ্র বসু।

নরেন গোঁসাই নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু সেসন আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই কানাইলাল এবং সত্যেন বসু তাকে গুলী করে হত্যা করে ৩১ শে জুলাই। কারণ, শুনা গিয়েছিল ১লা সেপ্টেম্বর তার সাক্ষ্য হবে সাংঘাতিক। বহু লোককে চড়িয়ে সে সাক্ষ্য দিবে বিপ্লবীদের বিষয়ে। তাই সত্যেন নিজে রাজসাক্ষী হবার আছিলায় হাসপাতালে গিয়ে তাকে হত্যা করে। কানাইলাল তাকে সাহায্য করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কানাইলালের গুলীতেই সে নিহত হয়। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ে এই উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে জেলের মধ্যে রিভলবার এনেছিলেন। রিভলবার দিয়ে এসেছিলেন চন্দননগরের শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ। শ্রীশবাবু এবং চন্দননগরের আরও দু-একজন আসামীদের সঙ্গে আত্মীয়তার ভান করে জেলের গিয়ে দেখা করে আসতেন। আদালতে গোঁসাই-হত্যা মামলায় বিচার আরম্ভ হলে কানাইলাল নির্ভীকভাবে বলল - I decline to plead not guilty. বিচারক ঃ তুমি কোন উকিল দিবে? কানাই- না। সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হবার পরে বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন- তুমি যা বলেছ তা কি ঠিক? কানাই- নরেন গোঁসাইকে আমি খুন করেছি। সত্যেন সেখানে ছিল, কিন্তু খুনের ব্যাপারে সে অংশ গ্রহণ করে নি। তার সম্পর্কে আমি আগে যা বলেছি তা সত্য নয়। আমি একাই খুন করেছি।

পাঠকদের কলমে

ভাষাবিদ হরিনাথ দে

পাঁচ নয়, ছয় নয় জানতেন মোট চৌত্রিশটি ভাষা... তার মধ্যে ১৮টিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন বঙ্গসন্তান হরিনাথ দে।

কি বিস্ময়কর প্রতিভা ভাবুন, একবার কী ভেবে দেখেছেন! আক্ষেপ করে তিনিও একবার বলে ফেলেছিলেন শুধু চীনা ভাষাতেই দাঁত ফোটাতে পারলাম না। চার বছর বয়সও তখন হয় নি, বাবা প্রথম ভাগের বই এনে দিয়ে ছিলেন। ছেলের আর সবুর সয় না, বইটা পড়ার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত মা এলোকেশী ছেলের পীড়াপীড়িতে গোটা বইটা একবার ছেলেকে পড়িয়ে দিলেন। সন্ধেবেলা বাবা বাড়ি ফিরে এলে ছেলেটি তার হাতে বই তুলে দিয়ে গড়গড় করে আগাগোড়া মুখস্থ বলে গেল। শুধু তা-ই নয়, স্লেটের উপর অ,আ,ক, খ, সবগুলি অক্ষর অনায়াসে লিখে ফেলল। বাবার তো বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া! সবাইকে চমকে দেওয়া এই অসাধারণ মেধাবী ছেলেটিই হলেন পরবর্তীকালের পৃথিবী বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে।

বিখ্যাত রাশিয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ কোরবাভস্কি কলকাতায় এসে হরিনাথের সঙ্গে আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে হরিনাথকে সেন্ট পিটাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। রাশিয়ান এবং সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান এবং বৌদ্ধ দর্শনে হরিনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য কোরবাভস্কিকে বিস্মিত করেছিল। সুপরিচিত জাপানি পণ্ডিত ওটানি কোজুই হরিনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনেকগুলি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি উপহার দেন। প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ রিচার্ড ফন পিশেল হরিনাথের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ ও সংস্কৃতের ওপর তিনি বক্তৃতা দেন।

১৮৭৭ সালে ১২ই আগস্ট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে আড়িয়াদহে জন্মগ্রহণ করেন হরিনাথ। পিতা রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রখ্যাত আইনজীবি । রায়পুরের সরকারি মিডল ইংলিশ স্কুলে শুরু হয় শিক্ষাজীবন। ১৮৯৬ সনে লাতিন ও ইংরেজিতে ডাবল অনার্স সহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করে স্কলারশিপ পান। একই বছরে লাতিন ভাষা ও সাহিত্যে শতকরা ৭৭ ভাগ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ পাশ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপোস-এর দুর্লভ সম্মান অর্জন হরিনাথের শিক্ষা জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে হরিনাথ পাঠগ্রহন করেন। বিভিন্ন ভাষায় হরিনাথের অসাধারণ কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর প্রতিভা বিদেশী অধ্যাপকদের চমৎকৃত করে। গ্রিক, লাতিন, মধ্যযুগীয় জার্মান ভাষা, মধ্যযুগীয় ফরাসি ভাষা, আধুনিক জার্মান ও ফরাসি, ইতালিয়ান স্পেনিস ও পর্তুগিজ প্রভৃতি প্রাচীন ও ইউরোপীয় ভাষায় হরিনাথের বিশেষ দখল ছিল। জানতেন পাঁচটি নয়, ছটি নয় মোট চৌত্রিশ টি ভাষা। তারমধ্যে ১৮টিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। আক্ষেপ করে একবার বলেছিলেন শুধু চীনা ভাষাটাতেই দাঁত ফোটাতে পারলাম না।

ইউরোপ ভ্রমণে গেছেন ভ্যাটিকান সিটি। পোপ দশম পিউসের সামনে হরিনাথ, চোস্ত লাতিন ভাষায় অভিবাদন জানালেন বাঙালি যুবক। চোখা চোখা লাতিন উচ্চারণে স্তম্ভিত পোপ। পরামর্শ দিলেন, এ বার ইতালীয়টাও শিখে ফেললে হয় তো! পোপকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হরিনাথ এর পর তাঁর সঙ্গে সরাসরি ইতালীয়তেই কথা বলতে শুরু করে দিলেন! হরিনাথের ল্যাটিন-দক্ষতা চমকে দিয়েছিল লর্ড কার্জনকে। আরবি ও পার্সি থেকে অনুবাদ করে তিনি সাহেবকে একটি বই উপহার দেন। বইটির উৎসর্গ পত্রটি ছিল ল্যাটিনে লেখা। তাতে এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কার্জন, যে ঢাকায় গিয়ে তিনি ডেকে পাঠান হরিনাথকে। তিনি তখন ঢাকার এক কলেজের অধ্যাপক। তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রাপ্ত স্বর্ণপদক, পুরস্কার ও স্কলারশিপের তালিকাও বেশ লম্বা। ইউরোপে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় ভারত তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯০৫ সালে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলি ভাষা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও পরীক্ষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে হরিনাথ অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেন। অধ্যাপনা করছেন কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছিলেন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় লাইব্রেরীয়ান।

বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পন্ন এই বঙ্গসন্তান মাত্র চৌত্রিশ বছরে টাইফয়েডে ইহলোক ত্যাগ করেন । মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব, শ্মশান শুধুই হচ্ছে আলো।

'শ্রমশ্রী' ভাতা আপদকালীন সুরক্ষা কবচ

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্রমশ্রী ভাতা প্রস্তাব অপচয় নাকি রাজনৈতিক প্রয়াস? রাজনীতি এবং জনকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের তাগিদে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা বাস্তবে অর্থনৈতিক ভাবে টেকসই নয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক কাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'শ্রমশ্রী ভাতা' প্রকল্প চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন, তা এই বিতর্ককে আরও ঘনীভূত করেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, অভিবাসী শ্রমিকদের আর্থিক ভাতা প্রদান করবে সরকার। এর উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণির আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের কর্মসংস্থানহীন যুবকদের সহায়তা করা। কিন্তু এর কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে।

প্রথমেই আসা যাক আর্থিক দিকটি। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ইতিমধ্যেই চ্যালেঞ্জপূর্ণ। রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতিনিয়ত বাড়ছে, ঋণের বোঝা ক্রমশ চেপে বসছে, এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালাতে গিয়ে প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ভাতা প্রকল্প চালু করা অর্থনৈতিকভাবে কতটা টেকসই, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যের বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং শিল্পোন্নয়নের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হওয়া উচিত, সেখানে নতুন প্রকল্প চালুর ফলে বরাদ্দ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শ্রমশ্রী ভাতা পরিকল্পনার আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো এর উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা। অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তা করার কথা বলা হলেও প্রশ্ন হলো;এই শ্রমিকদের একটি বড় অংশ তো অন্য রাজ্যে কাজ করেন। তাঁদের জন্য কি সত্যিই আর্থিক ভাতা প্রদান রাজ্যের দায়িত্ব? আবার যদি রাজ্যের ভেতরে থাকা শ্রমজীবী শ্রেণিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেটি অন্য পদ্ধতিতে আরও কার্যকরভাবে করা যেত। উদাহরণস্বরূপ, কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শিল্পোদ্যোগীদের জন্য প্রণোদনা

দেওয়া ইত্যাদি হলে শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি লাভ হতো। কিন্তু সরাসরি ভাতা প্রদান আসলে একটি অস্থায়ী সমাধান, যা রাজনৈতিক ভাবে জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকদের সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান দেয় না।

এখানে একটি রাজনৈতিক দিকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনীতিতে ভাতা সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়। অতীতে বিভিন্ন সরকার ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য এ ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। ভাতার মাধ্যমে তা

বিচ্ছিন্নতা থেকে একীকরণঃ বৈরাবি-সাইরাং রেল বিপ্লব

৩০ আগস্ট ঃ কয়েক দশক ধরে, মিজোরামকে ভারতের সবচেয়ে সুন্দর কিন্তু প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় - কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসে ভেসে বেড়ানো সবুজ পাহাড়, মাইলের পর মাইল বাঁশের বন এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। এখন পর্যন্ত, মিজোরাম রাজ্য, যার রাজধানী আইজল, সংকীর্ণ মহাসড়কের একটি সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌঁছাতে পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছিল যা প্রতি বর্ষাকালে ধ্বংস হয়ে যেত। ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকৌশল বিস্ময়, বৈরাবিসাইরাং রেলপথ এই বাস্তবতাকে রূপান্তরিত করতে ৮০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যয় করেছে। ৪৫-টানেল ১৫৩-সেতু লাইন, যার মধ্যে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পিয়ার সেতু, ১১৪ মিটার (কুতুব মিনারের চেয়ে লম্বা) রয়েছে, এখন মিজোরামকে জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করে। এই প্রকল্পটি, যা নির্মাণে আরও সফল, ইতিমধ্যেই মিজোরামের অর্থনীতি, এর সমাজ এবং কৌশলগত মূল্যকে রূপান্তরিত করছে। **যোগাযোগের একটি লাইফলাইন ঃ** রেলপথের এই বিভাজনের ফলে আইজল এবং শিলচরের মধ্যে সাত ঘন্টার সড়ক দূরত্ব কমে মাত্র ৩ ঘন্টায় পৌঁছেছে, ফলে ট্রেন চলাচল অনেক দ্রুত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি এখন ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলাচল করতে পারে এবং এর ফলে বাসিন্দারা এখন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর নির্ভরযোগ্যতার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে। এটি কেবল সুবিধাজনক নয়। অনুমান করা হচ্ছে যে উন্নত সংযোগের কারণে প্রতি বছর আঞ্চলিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২-৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ আরও বেশি লোক ভ্রমণ বাধা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারে এবং আরও বেশি লোক অর্থনীতিতে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। মিজোরামের মতো একটি ছোট রাজ্যে, যেখানে মোট রাজ্যের দেশজ উৎপাদন (জিএসডিপি) প্রায় ২৫,০০০ কোটি, সেখানে ২ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতি বছর অর্থনীতিতে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি রাজস্ব আয় করবে। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি ঃ** সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন হল অর্থনৈতিক। রেলওয়ে মিজোরামের কৃষিপণ্য (বাঁশ, মরিচ, কমলা, আদা এবং আনারস) অত্যন্ত কম খরচে পরিবহনের মাধ্যমে ভারতের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ করে তুলেছে। বর্তমানে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দুর্বল পরিবহনের কারণে ফসল কাটার পর ক্ষতি গড়ে প্রায় ২৫-৩০। রেল যোগাযোগের মাধ্যমে, পচনের মাত্রা অর্ধেকে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষকদের সরাসরি আয় বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় উদ্যোক্তারাও উপকৃত হবেন। সড়ক পথে প্রতি কেজিতে যে সরবরাহ খরচ ১৫-২০ ডলার ছিল, রেলের মাধ্যমে তা ৩০-৪০ শতাংশ কমে আসা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাশ্রয় করা হচ্ছেঃ জ্বালানি, সিমেন্ট এবং নিত্যদিনের মুদির মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ১০-২০ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, যার ফলে রাজ্যের ১.২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবনযাত্রা আরও সাশ্রয়ী হবে। আরেকটি গুণ হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। নির্মাণের সময় প্রকল্পটি হাজার হাজার নির্মাণ ও প্রকৌশল কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে, অর্থনীতিবিদদের অনুমান, রেলওয়ের সাথে যুক্ত লজিস্টিকস, আতিথেয়তা, খুচরা এবং পর্যটনে প্রতি বছর ৩,০০০-৫,০০০ পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে মিজোরামে বেকারত্বের হার, যা ইতিমধ্যেই দেশের তুলনায় বেশি, ভারসাম্যের কাছাকাছি চলে আসবে। **পর্যটন এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবেঃ** মিজোরাম দীর্ঘদিন ধরে একটি অচেনা পর্যটন রত্ন। এর অস্পৃশ্য পাহাড়, ঐতিহ্যবাহী উৎসব এবং ইকো-ট্যুরিজম সম্ভাবনা দুর্গম অবস্থানের কারণে সীমিত ছিল। রেল যোগাযোগের অর্থ হল সরকার অনুমান করে যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যটকদের আগমন ৪০-৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা হোটেল, হোমস্টে, হস্তশিল্প বাজার এবং পরিবহন পরিষেবাগুলিতে বিক্রয় বৃদ্ধি করবে। বাণিজ্যও একটি লাফিয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত। রেলপথ মিজোরামকে ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে এবং এটিকে মায়ানমারের সিত্তে বন্দরের কাছে স্থাপন করে, এইভাবে ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির অংশ হিসেবে রাজ্যটিকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে। পরিকল্পিত সম্প্রসারণ মিজোরাম আগামী দশ বছরে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের একটি ট্রানজিট হাব হয়ে উঠতে পারে। **সামাজিক সংহতি এবং অন্তর্ভুক্তি ঃ** অর্থনীতির চেয়েও বেশি কিছুর সাথে রেলের সামাজিক ও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে, মিজোরামের বিচ্ছিন্নতা ভারতের মূলধারার সাথে শারীরিক ও মানসিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল। রেল সংযোগের মাধ্যমে এখন প্রতীকী ও ব্যবহারিকভাবে সেই ব্যবধান পূরণ করা হয়েছে, যা জাতীয় সংহতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অর্থ উন্নত প্রশাসনিক সরবরাহও। দূরবর্তী স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সহজে পৌঁছানো, দ্রুত ডাক্তার ও ওষুধ পরিবহন এবং পূর্বে প্রত্যন্ত বলে বিবেচিত সম্প্রদায়গুলিতে সরকারি কর্মকর্তাদের আরও বেশি প্রবেশাধিকার রয়েছে। বন্যা ও ভূমিধসের ক্ষেত্রে জীবন বাঁচানোর ঝুঁকি নিয়ে দুর্যোগের ক্ষেত্রে এখন ট্রেনে ত্রাণ সরবরাহও করা যেতে পারে, যা এই অঞ্চলে সাধারণ। **স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতাঃ** মিজোরামের খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে লাইনটি নির্মাণে প্রচুর প্রযুক্তিগত এবং মানবিক ব্যয় হয়েছে। ভূমিধস, চ্যালেঞ্জিং ভূতত্ত্ব এবং ২০২৩ সালে প্রকল্পের সাথে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক সেতু ধসের ফলে ২৬ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা সাধারণ ছিল। তবুও, রেলপথটি নির্মাণ করা হয়েছিল পরিবেশ-সংবেদনশীল পদ্ধতির সাথে, দীর্ঘ টানেল এবং উঁচু ভায়াডাক্টগুলি বন উজাড় এবং আবাসস্থল ধ্বংসকে কমিয়ে আনার কথা মাথায় রেখে। স্থানীযদের সম্পৃক্ত করে এবং স্থানচ্যুতি হ্রাস করে রেলপথ একটি নতুন জন-কেন্দ্রিক অবকাঠামো স্থাপন করে। এটি দেখায় যে ভঙ্গুর ল্যান্ডস্কেপ সত্ত্বেও পরিবেশগত স্থায়িত্বের স্তরে কীভাবে উন্নয়ন করা যেতে পারে। **যে সংখ্যাগুলি গল্পটি বলে।** বৈরাবী সাইরাং রেলপথটি ৫১.৩৮ কিলোমিটারের বেশি নাও হতে পারে, তবে সেই ৫১.৩৮ কিলোমিটারে পরিবর্তনের গল্প রয়েছে। এই স্টেশনগুলির মধ্যে পাঁচটি, যার মধ্যে চারটি একেবারে নতুন হোর্তোকি, কাউনপুই, মুয়ালখাং এবং সাইরাং, এখন ভারতীয় রেলপথ মানচিত্রে মিজোরামকে স্থান করে দিয়েছে। প্রকৌশলীরা ১৫৩টি চিত্তাকর্ষক সেতু নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে উপত্যকা থেকে ১১৪ মিটার উপরে, কুতুব মিনারের চেয়েও উঁচুতে অবস্থিত ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পিয়ার ব্রিজও রয়েছে এবং এই পথটি কাটার জন্য সবচেয়ে শক্ত পাথরের মধ্য দিয়ে ৪৫ টি টানেল খনন করেছেন এবং ১২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ তৈরি করেছেন। এই বিশাল প্রকল্পের বাজেটও এর মূল বাজেট ৫,০২০ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এই প্রকল্পের ফল আরও বেশি হবে। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, এটি মিজোরামের মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫০০-৭০০ কোটি টাকা বার্ষিক হারে বৃদ্ধি করবে, যা রাজ্যের মাত্র ১.২ মিলিয়ন জনসংখ্যা বিবেচনা করে চিত্তাকর্ষক। পর্যটনের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রবেশাধিকার দীর্ঘদিন ধরেই একটি সীমাবদ্ধ কারণ এবং আগামী পাঁচ বছরে মিজোরামের পাহাড় এবং উসবগুলিকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে। এটি দৈনন্দিন জীবনেও পরিবর্তন আনবে, মালবাহী এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (জ্বালানি, খাদ্য ইত্যাদি) সস্তা হবে, জীবনযাত্রার খরচ ১০-২০ শতাংশ কমে যাবে। সমস্ত সেতু, সমস্ত টানেল, রেলপথের সমস্ত মিটারের পিছনে কেবল ইস্পাত এবং পাথরই নয়, বরং একটি উন্নত ভবিষ্যতের এবং মিজোরামের একটি নতুন পরিচয়ের নিশ্চয়তাও রযেছে। **বিচ্ছিন্নতা থেকে একীকরণ ঃ** বৈরাবি সাইরাং রেলপথ মিজোরামের পাহাড়ের উপর স্টিলের ট্র্যাকের একটি সাধারণ সিরিজ নয় এটি পরিবর্তনের একটি রূপক। ভ্রমণের সময় কমিয়ে, খরচ কমিয়ে, কৃষির উন্নতি করে, পর্যটনের প্রচার করে এবং মিজোরামকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করে এটি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ভাগ্য পুনর্লিখন করছে। মিজোরামের ১.২ মিলিযন মানুষের কাছে, এই ট্রেনগুলি যাত্রী এবং মালবাহী পরিবহনের চেয়ে অনেক বেশি বহন করে, যা সমৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তি এবং সুযোগ বহন করে। ভারতের কাছে, এই লাইনটি একটি বড় বিজয় যা পূর্বে দূরবর্তী সীমান্তকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সেতুতে পরিণত করেছে। মিজোরামের উপত্যকায় এখন যে ট্রেনগুলি ধ্বনিত হচ্ছে তার ছন্দে আরও অনেক কিছু রয়েছে, উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই এমনকি বিস্তৃত হতে পারে এবং প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে উন্নয়ন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারে।

চিংড়িঘাটা আন্ডারপাস না হলে একটি স্টেশনে না থেমেই চলবে কমলা লাইনের কলকাতা মেট্রো

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে দাবি করেছে, ওই অংশে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন চালু হলে সাধারণ মানুষের যাতাযাতের চাপ বাড়বে। গাড়ির চাপ বাড়বে। যানজট বৃদ্ধি পাবে। মেট্রোকে তাহলে চিংড়িহাটা আন্ডার পাস করে দিতে হবে। বর্তমানে কমলা লাইনে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা চালু রয়েছে। নিউ গড়িয়া থেকে বিমান বঃদর পর্যন্ত মেট্রো চলার কথা এই লাইনে। বেলেঘাটা থেকে বিমানবঃদরের কাজ চলছে। এখানেই বেঁধেছে সমস্যা। গৌরকিশোর মেট্রোর নির্মাণ সম্পূর্ণ। বাকি রয়েছে ৩৬৬ মিটার অংশের গার্ডারের কাজটুকু। সেই কাজ শেষ করার জন্য ফের রাজ্যকে চিঠি মেট্রোর। এবার আরভিএনএল এবং কলকাতা মেট্রোর তরফে রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখে জানানো হলো, গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ তৈরি হযে.গেলেও তারা চালু করবে না যতদিন না আন্ডার পাস তৈরি করা হচ্ছে। অর্থা আন্ডারপাসও তারা তৈরি করে দেবে বলে দাবি করেছে। তবে ততদিন গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকবে। মেট্রো রেল প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছে, সপ্তাহের দুই ছুটির দিন, অর্থা শনি-রবি ওই অংশ বন্ধ রাখতে হবে যান চলাচল। কিন্তু সেটা না হওয়ায় কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। চিংড়িঘাটায় ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ বাকি রয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের শেষ প্রস্তাব ৯ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। তা হলেই চিংড়িঘাটা জুড়ে যাবে কবি সুভাষের সঙ্গে। আন্ডারপাস হয়ে গেলে চিংড়িঘাটার ভিড় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তাই আন্ডারপাস না হলে চিংড়িঘাটার গৌড় কিশোর ঘোষে না থেমেই চলবে কমলা লাইনের মেট্রো।

বেহাল রাস্তায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ জয়নগরে, মেরামতের আশ্বাস বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন যাবত জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাশত থেকে গৌড়ের হাট যাওয়ার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক দিকে বর্ষার কারণে রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্য দিকে রাস্তার ধার দিয়ে পাকা রাস্তা খুঁড়ে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের পাইপ পোঁতা হয়। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলেও রাস্তাগুলো মেরামত কবে হবে তা নিয়ে হচ্ছে প্রশ্ন। আর এমনই ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাশত থেকে গৌড়ের হাট যাওয়ার রাস্তার। সামান্য বৃষ্টিতেই এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিঃদা বলেন, বৃষ্টি হলেই কাদায় ভরে যায় রাস্তা। মোটর বাইকের ব্রেক কষলেই ছিটকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এমন রাস্তার জন্য প্রায়ই পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে সামনে পুজো আর তাই পুজোর আগেই দ্রুত এই বেহাল রাস্তা সারানোর দাবি করছেন বাসিন্দারা।সামান্য বৃষ্টি হলেই কাদা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া-সহ ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিযেছেন গাড়ি চালক থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে কযেক হাজার মানুষ যাতাযাত করেন। তাই এই বেহাল রাস্তা সংস্কার হলে সকলেরই সুবিধা হবে।এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,এই রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা মাথায় রেখে পেপার ব্লক দিয়ে এই রাস্তার কাজ হবে।ভারী বর্ষায় এই কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।বৃষ্টি কমে গেলে খুব শ্রীঘ্রই এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে।

নদীয়ায় শিশুর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ আগস্ট ঃ এক শিশুকন্যার মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হল নদীয়ার তেহট্ট এলাকায়। ঘরের ভিতর ঘুমিয়েছিল ওই শিশুকন্যা। পরে তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। শিশুর পাশে একটি কীটনাশকের বোতল খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়! শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরে তার মৃত্যু হয়। নিছক দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু? সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তেহট্ট এলাকায় কুষ্টিয়ায় ওই পরিবারের বাস। শুক্রবার সন্ধ্যার পর ওই দে। বছরের শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই ছিল। জানা গিয়েছে, সন্তানকে ঘরের ভিতর ঘুম পাড়িয়ে তার মা বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন। পরে ওই মহিলা ঘরে ঢুকে দেখতে পান শিশুটির মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই শিশুর পাশে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি কীটনাশকের বোতল। শিশুটি দ্রুত ক্রমে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মায়ের কান্নাকাটি শুনে প্রতিবেশীরা সেখানে জড়ো হয়। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিসা চলাকালীন হাসপাতালে মারা যায় ওই একরত্তি। খবর দেওয়া হয় তেহট্ট থানায়। রাতেই তেহট্ট থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। কিন্তু কীভাবে শিশুর পাশে এল ওই কীটনাশকের বোতল? পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষার কারণে বাড়িতে কিছুদিন ধরে কেঁচোর উপদ্রব হয়েছিল। সেজন্য ঘরে কীটনাশক কিনে এনে রাখা হয়েছিল। প্রাথমিক অনুমান, পরিবারের অজান্তে ওই শিশুটি ঘুম থেকে উঠে পাছিল। সেই কীটনাশকের বোতলটি সে কোনওভাবে হাতে পেয়ে গিয়েছিল। বোতলের ছিপি খুলে মুখে দিতেই ঘটে অঘটন! কীটনাশক পেটে যেতেই মুখ দিয়ে ফেনা বার হতে থাকে! পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে।

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ বাপ্পা দাস
আমোক্তারনামা দাতাঃ সঞ্জিত কর্মকার
ঠিকানাঃ গ্রাম- জালধোয়া, পোঃ-রামপুর, থানা-বক্সিরহাট, কোচবিহার-৭৩৬২০৭
গ্রহীতাঃবাপ্পা দাস
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ৪৯৬ নং বহি ২০২৫ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ৪৯৬ /২০২৫
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/8547
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ-
মৌজা-খরিয়া, জে.এল.নং-7, সীটনং- 1 খতিয়ান নং- 1075,1076,1077,1294, দাগ নং, 129, মোট জমি- ২ কাঠা
(আদেশ নং ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ বাপ্পা দাস
পিতা/ স্বামীঃ স্বর্গীয় বাদল দাস
ঠিকানাঃ গ্রাম -জালধোয়া, পোঃ- রামপুর, থানা-বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার ঃ পিন-৭৩৬২০৭, মোবাইল-7076340785

নোটিশ

আমি, অর্পিতা গুপ্তা, দ্বারিকা প্রসাদ আগরওয়ালের কন্যা, ফ্ল্যাট ১১বি, মোনালিসা বিল্ডিং, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭-এ বসবাসকারী, এতদ্বারা সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করছি যে আমি অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল নামেও পরিচিত। ১৫.৩.২০২৪ তারিখের হলফনামা অনুসারে, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এর নোটারি, সি.এম.এম. কোর্টের সামনে শপথ গ্রহণ করেছি, অর্পিতা গুপ্তা, অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল তিনজনই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নিউ তিনসুকিয়া এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরুর মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৩০ আগস্ট ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন উৎসব মরশুমে নিউ তিনসুকিয়া এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরুর মধ্যে এক জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৯৫২ /০৫৯৫১ (নিউ তিনসুকিযা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া) উৎসব স্পেশাল ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ৭ টি ট্রিপের জন্য চলবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৯৫২ (নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) স্পেশাল ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ১৮.৪৫ ঘন্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে রওনা দিয়ে রবিবার সকাল ৯.৩০ ঘন্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৯৫১ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিযা) স্পেশাল ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার ২৩.৫০ ঘন্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ১৬.২৫ ঘন্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছাবে। ট্রেনটির স্টপেজ ডিব্রুগড়, ধেমাজি, নর্থ লখিমপুর, হারমতি, রাঙাপাড়া নর্থ, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ী, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, বর্ধমান, খড়গপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, বিজয়নগরম, বিজয়ওয়াড়া, কাটপাডি ইত্যাদি স্টেশনে থাকবে। উৎসব স্পেশাল ট্রেনটিতে ২০টি কোচ থাকবে। যাত্রীদের আরাম এবং সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এসি ৩-টাযার এবং স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রা করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

উদ্বোধনের পর নতুন শ্রেণিকক্ষে বসলো আমার পাড়া আমার সমাধান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ শনিবার উলুবেড়িযা-১ নং ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের তপশিলি জাতি অধ্যুষিত যশপুর জযন্তী প্রাথমিক বিদ্যালয পেল এক নতুন চেহারা। রাজ্যের সর্বত্রই চলছে 'আমার পাড়া আমার সমাধান' ও দুয়ারে সরকার কর্মসূচি।আর এই ক্যাম্পের সঙ্গে মিলিযে উদ্বোধন হলো বিদ্যালয়ের নবনির্মিত অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের। উল্লেখ্য প্রায় এক বছর আগে বিদ্যালয়ের ভগ্নদশার ছবি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক এলাকার বিধাযক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রাযের কাছে তুলে ধরেন। সেই সময় বিদ্যালয়ে টালির ছাদ ফুঁড়ে বর্ষার জল পড়ত ক্লাসঘরে, পড়াশোনার পরিবেশ প্রায় ভেঙে পড়েছিল। বিষযটি গুরুত্ব দিয়ে দেখে মন্ত্রী দ্রুত সর্বশিক্ষা মিশন থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার অনুদান অনুমোদন করান। সেই অর্থেই তৈরি হয়েছে নতুন শ্রেণিকক্ষ। রঙিন দেওয়ালচিত্রে সাজানো ঘরে সৌরজগত থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, সহজ পাঠের অক্ষর থেকে সামাজিক ও পরিবেশ বার্তা-সবই এখন শিশুরা পায় চারপাশে। ভগ্নদশার অন্ধকার সরিয়ে ক্লাসঘরে গড়ে উঠেছে এক প্রাণবন্ত শিক্ষার পরিবেশ। বিদ্যালয়ের মর্নিং স্কুল শেষে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পুলক রাযের প্রতিনিধিত্ব করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাযেত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্রশেখর প্রামানিক, উলুবেড়িযা ১নং বিডিও এইচ এম রিযাজুল হক, কর্মাধ্যক্ষ সেখ মুরাদ আলী, চন্ডীপুর পঞ্চাযেত প্রধান সহদেব রুইদাস ও উপপ্রধান রেজাউল হক মোল্লা, বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক সপ্তর্ষি দণ্ডপথ, ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত হাইত প্রমুখ। বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন, মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগেই এই বিদ্যালয় আজ নতুন রূপ পেল। এতে শিশুদের পড়াশোনার পরিবেশ যেমন উন্নত হলো, তেমনই গ্রামবাসীর মধ্যেও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যালযের এই রূপান্তরে খুশি গ্রামবাসী ও অভিভাবকেরা। শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরির উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানিয়ছেন।

ট্যাঙ্কার চালক এবং খালাসিদের 'কর্মবিরতি'তে তেল সরবরাহ ব্যাহত মৌড়ীগ্রাম ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ আগস্ট ঃ ট্যাঙ্কার চালক এবং খালাসিদের 'কর্মবিরতি'তে তেল সরবরাহ ব্যাহত হাওড়ার মৌড়ীগ্রাম ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে, বৈঠকের সম্ভাবনা থাকায় মিলতে পারে সমাধান সূত্র। শনিবার সকাল থেকে ট্যাঙ্কার চালক এবং খালাসিরা হাওড়ার মৌড়ীগ্রাম ইন্ডিয়ান অযেল ডিপোতে 'কর্মবিরতি' পালন করায় তেল সরবরাহ ব্যাহত হলো। এর ফলে কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তেল সরবরাহ এদিন ব্যাহত হয়েছে। কর্মবিরতি চলতে থাকলে তবে বিকালের পর পেট্রোল পাম্পগুলি ড্রাই হয়ে যেতে পারে এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ওযেস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওযেতে মেরামতি এবং নির্মাণ কাজের জন্য হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে মৌড়ীগ্রামের ট্যাঙ্কার চালক এবং খালাসিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুপুর বারোটা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত অয়েল ট্যাঙ্কার যেতে পারে। বাকি সময়ে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ট্যাঙ্কার চালক এবং খালাসিদের বক্তব্য আগে যেখানে সকাল ন'টা থেকে ১১ঃ০০ টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল সেই জায়গায় মাত্র চার ঘন্টার জন্য ট্যাঙ্কার চলাচলের অনুমতির ফলে তাদের পক্ষে কাজ করা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ রাস্তায় তাদের কেস দিয়ে মোটা টাকা ফাইন করা হচ্ছে। নানাভাবে হেনস্থা করছে। এরই প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে ট্যাঙ্কারে তেল তোলা বন্ধ করে দেন

খাবার-দাবার

পুজোর আড্ডায় হয়ে যাক চিকেনের রকমারি স্ন্যাকসের রেসিপি বানান

পুজোর কদিন বাড়িতে অতিথি সমাগম লেগেই থাকে। আর স্ন্যাকস না থাকলে কি আড্ডা জমে? অগত্যা হেঁশেলমুখো হতেই হয়। কারণ অনলাইন অর্ডার এসময়ে সময়সাপেক্ষ। তবে কুছ পরোয়া নেহি! ঝটপট চিকেনের এমন কয়েকটি স্ন্যাকসের রেসিপি জেনে নিন যেগুলো বানাতে সময় কম লাগলেও স্বাদে রেস্তরাঁকেও দশ গোল দেবে।

চিকেন পপকর্ন

ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ- চিকেন ব্রেস্ট (ছোট কিউব কাট) - ২ কাপ, আদাবাটা - ১ চা-চামচ, রসুনবাটা - ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো - ১ চা-চামচ, নুন পরিমাণমতো, লাল লঙ্কাগুঁড়ো - আধ চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনিগারলেবুর রস ৫ মিনিট রেখে বানানো)।

শুকনো উপকরণ- ময়দা - ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার - ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়ো - ১ চা-চামচ, মেশানো হার্বস- ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো- আধ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী- একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়োমশলা একসঙ্গে চিকেন ব্রেস্টের ভাল করে মিশিয়ে নিন। রেখে দিন ১ ঘণ্টা। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিন। চিকেন ব্রেস্টের টুকরোগুলো শুকনো ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গা।ানো টুকরো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছন্দমতো সস দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

টক-ঝাল শ্রেডেড চিকেন

উপকরণ-সেদ্ধ চিকেন (১ কাপ) (ঝিরি করে জুলিয়ান করে কাটা), পেঁয়াজ কুচি (১টি ব। পেঁয়াজ খুব

পাতলা করে কুচানো), ক্যাপসিকাম কুচি (লাল, সবুজ) (২ টেবল চামচ), কাঁচা লঙ্কা কুচি লম্বা করে (২ টি), আদা কুচি (লঙ্কা করে ১ টেবল চামচ), নুন (স্বাদমত), লাইট সয়া সস (২ চা চামচ), আধভাঙা মরিচ গুঁড়ো (১ চা চামচ), সাদা তেল (২ টেবল চামচ)।

প্রণালী-প্রথমে ননস্টিক প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে তাতে সেদ্ধ জুলিয়ান চিকেন দিন। এবার আঁচ কমিয়ে একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে স্টার ফ্রাই করে নিন। চিকেন ও সবজি মিলেমিশে গেলে নামিয়ে নিন। স্ন্যাকসের পাশাপাশি চাইলে চাইলে রুটি বা ব্রেডের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন।

চিকেন চিজ বল

উপকরণ-চিকেন (বোনলেস, ২০০ গ্রাম), গোলমরিচগুঁড়ো (আধ-চা চামচ), নুন (স্বাদ মতো), লাল লঙ্কা গুঁড়ো (১ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২ টি), আদা রসুন বাটা (২ চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১৪ চা-চামচ), পিজা চিজ (গ্রেটেড, ৫০ গ্রাম), সাদা তেল (ভাজার জন্য)।

প্রণালী-একটা মিক্সিতে চিকেন, নুন, কাঁচালঙ্কা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা ও গোলমরিচ দিন। ভালো করে ব্লেন্ড করুন যাতে মিহি হয়। আধঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিন। একটা বাটিতে বেসন, নুন, জল, বেকিং সোডা মেশান। ভালো করে ফেটিয়ে নিন যাতে দলা না থাকে। চিকেনের মিশ্রণ ফ্রিজ থেকে বের করে নিন। একটা বড়ো পাত্রে তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটা ছড়িয়ে রাখুন। তার উপর গ্রেটেড চিজ বিছিয়ে দিন। সেখান থেকে অল্প মণ্ড তুলে মুড়ে ছোট বল তৈরি করুন। প্যানে তেল গরম করুন। চিকেন বলগুলো বেসনের গোলায় ডুবিয়ে লালচে করে ভেজে তুলুন। চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।

পনির খান অন্য স্বাদে, রইল একগুচ্ছ রেসিপি,ভুলিয়ে দেবে আমিষের স্বাদও

অনেকেই ব্রত পালনে অভ্যস্ত। গোটা মাসটা নিরামিষ আহার করেন সেই উপলক্ষে। কিন্তু রোজকার নিরামিষ পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? ডাল, তরি-তরকারি তো থাকছেই পাতে, কিন্তু নিরামিষ আহারের মেন্যুতে পনির না থাকলে মন কেমন করে! কিংবা একধরনের পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? জেনে নিন স্বাদবদলের একগুচ্ছ রেসিপি।

উপকরণ- পনির, ভাজা মসলা (ভাজা বাদাম, ধনে, জিরে, পোস্ত বীজ, সাদা তিলেরগুঁড়ো), টমেটো পিউরি, আদাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, নারকেলের দুধ, টক দই, গরম মশলা, বাদাম, নুন-চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, চেরি টমেটো

প্রণালী-প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে পনিরগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজুন। শুকনো লঙ্কা ফো।ন দিন, এবার এতে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিন। টমেটো পিউরি এবং দই যোগ করুন এবং ভালভাবে কষান। প্রযোজনমতো নারকেলের দুধ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার গরমমশলা ও ধনেপাতা কুচি দিযে ভালো করে নাড়ুন। এবার পনির যোগ করে নেড়ে নিন।

পনির দিলখুশ

উপকরণ--পনির (২৫০ গ্রাম), টমেটো পিউরি (২০০ গ্রাম), ফ্রেশ ক্রিম (২০০ গ্রাম), কসৌরি মেথি (২ চা-চামচ), ঘি (পরিমাণমতো), লঙ্কাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), হলুদগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), গরমমশলাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২-৩টে), ধনেপাতা, নুন (আন্দাজমতো), কাজুবাদাম বাটা (২ চামচ)।

প্রণালী-পনির টুকরো করে কেটে নিন। কা।ইতে ঘি দিয়ে পনির ভেজে তুলে রাখুন। কা।ইতে ঘি দিয়ে কাজুবাদাম বাটা কষে নিয়ে টমেটো পিউরি, কাঁচালঙ্কা, কসৌরি মেথি, নুন,লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ

গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। এরপর এতে ক্রিম ও গরমমশলা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

নিরামিষ সবজি পনির

উপকরণ-২০০ পনির, ১টা টুকরো করা ব্রকোলি, ১২ টুকরো ফুলকপি, ১টা টুকরো ক্যাপসিকাম, ৪টে টুকরো করা গাজর, ২টো টুকরো করা আলু, ১টা টুকরো করা টমেটো, ৫টেবিল চামচ আদা, কাঁচা লঙ্কা, জিরে বাটা ২চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ২টো তেজপাতা, ১২চা চামচ কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো, ১২কাপ সাদা তেল, ১চা চামচ গরম মশলা, স্বাদ মতো নুন-চিনি।

প্রণালী-একটা পাত্রে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। এবার সব সবজি নুন-হলুদ দিযে.নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। এবার পনির নুন, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে সব সবজির সাথে ভালো করে ভাজুন। এবার মশলা দিয়ে ভালো করে কষান। তারপর দেড় কাপ জল দিয়ে ঢাকা দিন। জল টেনে এলে গরমশলা দিযে নেড়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি নিরামিষ সবজি পনির।

> রোজকার নিরামিষ পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? ডাল, তরি-তরকারি তো থাকছেই পাতে, কিন্তু নিরামিষ আহারের মেন্যুতে পনির

শরীরে প্রোটিন মাস্ট। আর চিকেন প্রোটিনের অন্যতম উৎস
সরষে চিকেনের এই ঝাঁজালো রেসিপিতেই হবে ম্যাজিক

বাইরে বৃষ্টি, আবার কখনও ভ্যাপসা গরম। আর এই ঠান্ডা-গরমেই অনেকে ভাইরালজ্বরে আক্রান্ত হন। যার ফলে মুখের স্বাদ থাকে না। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না! অ্যান্টি বায়োটিক ওষুধ খাওয়ার ফলে কিন্তু এইসময়ে শরীরে প্রোটিন মাস্ট। আর চিকেন প্রোটিনের অন্যতম উৎস। একভাবে খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? তাহলে টক-ঝাল সরষে চিকেন রান্না করুন।

সরষে চিকেন তৈরির জন্য কী কী লাগবে?

পরিমাণ মতো মুরগীর মাংস

টক দই

সরষের তেল

কাঁচা লঙ্কার পেস্ট

গোটা কাঁচা লঙ্কা (যতটা ঝাল খেতে চাইবেন)

রসুন পেস্ট

সরষে বাটা (শিলনোড়ায় বেটে নিতে পারেন অথবা মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে পারেন)

নুন

হলুদ গুঁড়ো

জিরে গুঁড়ো

চিনি (বাধ্যতামূলক নয়)

প্রণালী- একটি পাত্রে মাংসের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তাতে রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট মাখান। একটু সরষের তেল দিয়ে আবার মেখে নিন। তাতে

নুন আর একটু হলুদ গুঁড়োও দিয়ে দেবেন। এবার গোটা বিষয়টাকে ভালো করে ঢাকা দিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর আরেকটা বাটি নিয়ে তাতে দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সরষের তেল দিয়ে গরম হতে দিন। তাতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিন। একটু জল ছাড়বে। জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকুন। একটু শুকনো হয়ে গেলে দই দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন। হালকা আঁচে রান্নাটা করতে থাকুন। তারপর নুন, জিরে গুঁড়ো, চিনি, গোটা লঙ্কা দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। শুকিয়ে গেলে একটু জল দিন। গরম জল দিলে রান্না ভালো হয়। রান্নার প্রায় শেষ পর্যায়ে সরষে বাটা দিয়ে দিন। তার কিছুক্ষণ পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার উপর দিয়ে সামান্য কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢেকে দিন। ব্যস তৈরি সরষে চিকেন। একেবারে ভাত খাওয়ার সময় ঢাকনাটা খুলবেন।

১০ ট্রিলিয়ন ইয়েনের বিনিয়োগ, একযোগে চন্দ্রাভিযান!'নীল নকশা' তৈরি ভারত-জাপানের?

৩০আগস্ট ঃ দু'দিনের সফরে জাপানে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন শুল্কযুদ্ধের আবহে এই সফরকে তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে সাক্ষা হল মোদির। জাপান আগামী এক দশকে ভারতে ১০ ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগের নীল নকশা তৈরি করে ফেলেছে। দুই দেশই সম্মত হল বিবিধ ক্ষেত্রে হাতে হাত ধরে চলার। যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি। মনে করা হচ্ছে, এই চুক্তির ফলে ভারত-জাপান বিশেষ কৌশলী অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আরও প্রশস্ত হতে চলেছে। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি বলেছেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ' এবং সমৃদ্ধির জন্য অংশীদারিত্ব' শীর্ষক একটি যৌথ বিবৃতিও আজ জারি করা হয়েছে। দুই নেতাই এক উন্মুক্ত ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন। মোদি আরও একবার নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে জাপান আন্ত ঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের ইস্যুতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাপান সফরের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হল চন্দ্রযানকে ঘিরে। দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হল চন্দ্রযান-

৫ নিয়ে। ইসরো ও জাক্সা একযোগে অভিযান চালাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। সেখানে খনন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জলের অস্তিত্বের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। এদিকে এদিন মোদি ও ইশিবা একসঙ্গে বুলেট ট্রেনেও চাপেন এদিন। তাঁরা টোকিও থেকে সেন্ডাই যান। দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব ৩৭০ কিলোমিটার।প্রসঙ্গত, জাপান সফর শেষ করেই চিনে পা রাখবেন মোদি। সেখানে এসসিও সামিটের ফাঁকে বৈঠক করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবা মোদির সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে। এর মধ্যে রয়েছে পহেলগাঁও হামলার কথাও। সেই সঙ্গেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পর্যবেক্ষণকারী দল গত ২৯ জুলাই যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে যে ' রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট '-এর নামও ছিল তাও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

আফগানিস্তানে হামলা পাক সেনার! পরিণাম ভুগতে হবে পাকিস্তানকে

৩০ আগস্ট ঃ আফগানিস্তানের মাটিতে বোমা ফেলেছে পাকিস্তান! আর এরপরই ইসলামাবাদকে কাঠগড়ায় তুলল তালিবান। সেই সঙ্গেই তাদের হুঁশিয়ারি, এভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন করে ফের হামলা চালালে তার পরিণাম ভুগতে হবে। তালিবানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক্স হ্যান্ডলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের হামলায় দুই মুসলিম প্রধান দেশের মধ্যে দূরত্ব বাড়বে। এবং ঘৃণা আরও ছড়িয়ে পড়বে। ওই হামলাকে ' ও অমানবিক' ও ' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের নানগরহর এবং খোস্ত প্রদেশে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা। বোমার আঘাতে তিনজন আফগানির মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত সাতজন। শুরুতে অবশ্য জানা যায়নি কারা হামলা চালিয়েছে। পরে জানা যায়, পাক সেনাই হামলা চালিয়েছে। এবার তাদের হুমকি দিল তালিবান। যদিও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবানের সম্পর্ক অনেকদিন ধরেই তলানিতে পৌঁছেছে। ২০২১ সালে কাবুল চলে যায় তালিবানের হাতে। এরপর থেকে ক্রমেই তাদের

সঙ্গে সংঘাত বেড়েছে ইসলামাবাদের। গত মার্চে জাফরা এক্সপ্রেস অপহরণের ঘটনায় তালিবানকে দায়ী করেছিল পাকিস্তান। তাদের অভিযোগ ছিল, আফগানিস্তান থেকেই এই হামলার নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে। তালিবানই রয়েছে পুরো বিষয়টির নেপথ্যে। এমনকী, পাক গোয়েঃ দাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, তাদের কাছে সরাসরি বালোচ নেতাদের সঙ্গে তালিবানের যোগাযোগের নথি পাওয়া গিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল তালিবান। এবার নতুন করে হামলার ঘটনায় ফের চড়ল সম্পর্কের পারদ। এদিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী টিটিপি-র সঙ্গেও পাক সেনার সম্পর্ক তলানিতে।

বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ৩০ আগস্ট ঃ রাজ্যে ভোটার সংখ্যার নিরিখে ভোট গ্রহনের জন্যে বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের খসড়ায় দক্ষিন চব্বিশ পরগনায় সবচেয়ে বেশি বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই জেলায় এক হাজার ৫৫১টি বুথ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Name Change

I, Mohammad Roficul Wara (Old Name) S/O– resident of Vill- Wara House Antar Dwipa , Po-Bhasaipaikar , Ps-Samsherganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Roficul Wara to Md Roficul Wara and henceforth I shall be known as Md Roficul Wara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My name Md Roficul Wara & Mohammad Roficul Wara both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohasin Ali (Old Name) S/O– Abdul Karim Seikh resident of Vill- Rameswarpur , Po-Rameswarpur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohasin Ali to Md Mahasin Ali and henceforth I shall be known as Md Mahasin Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/08/2025. My name Md Mahasin Ali & Mohasin Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Fojle Ali (Old Name) S/O–Md Aummar Ali resident of Vill- Gobargara , Po-Hariharpara, Ps- Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Fojle Ali to Md Fozly Ali and henceforth I shall be known as Md Fozly Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My name Md Fozly Ali & Fojle Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Murshid Alam (Old Name) S/O– Khos Mohammad resident of Vill-Sonadanga, Po-Kolan Radhakantapur, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Murshid Alam to Mohammad Murshid Alam and henceforth I shall be known as Mohammad Murshid Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025.My name Mohammad Murshid Alam & Md Murshid Alam both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahera Bewa (Old Name) W/O– Rakhab Ali Ali residing at Barua , PS- Beldanga , Dist- Murshidabad, West Bengal, 742189 do hereby declared that I have changed my name from Jahera Bewa to Jahera Bibi and henceforth I shall be known as Jahera Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025.My name Jahera Bibi & Jahera Bewa both are same and one identical person.

Name Change

I, Mursalim Chowdhury (Old Name) S/O– Hadis Chowdhury resident of Miyapara , Gopinathpur , Karkata Dakshinpara, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mursalim Chowdhury to Murshalim Chowdhury and henceforth I shall be known Murshalim Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Murshalim Chowdhury & Mursalim Chowdhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Hasibour Rahaman (Old Name) S/O– Anisur Rahaman residing at Vill- Paschimpara, PO- Belgram , PS-Burwan , Murshidabad, West Bengal 742161 do hereby declared that I have changed my name from Hasibour Rahaman to Hasibur Rahaman and henceforth I shall be known as Hasibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My name Hasibur Rahaman & Hasibour Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanuara khatun Begam my husband's (Old Name) Md Nowsad Ali resident of Vill- Nashipur , Po- Islampur, Ps- Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my husband's name from Md Nowsad Ali to Nowsad Ali and henceforth my husband's name shall be known as Nowsad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My husband's name Nowsad Ali & Md Nowsad Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ayubnabi (Old Name)S/O–Minnas Seikh resident of Vill-Barua, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Ayubnabi to Ayub Nabi Seikh and henceforth I shall be known as Ayub Nabi Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025.My name Ayub Nabi Seikh & Md Ayubnabi both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Tobjul Biswas , my father's (Old Name) Late - Md Nuhu Biswas resident of Khonchpara , Khonchpara , Malda , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732127 do hereby decrared that I have changed my father's name from Md Nuhu Biswas to Nuhumuddin Sk and henceforth my father's name shall be known as Nuhumuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025.My my father's name Nuhumuddin Sk & Md Nuhu Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ayubnabi (Old Name)S/O–Minnas Seikh resident of Vill-Barua, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Ayubnabi to Ayub Nabi Seikh and henceforth I shall be known as Ayub Nabi Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025.My name Ayub Nabi Seikh & Md Ayubnabi both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ilias Sk (Old Name) S/O–Selim Sk resident of Vill- Hijaltala , Po-Dhuliyan , Ps- Samserganj, Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Md Ilias Sk to Iliyas Sk and henceforth I shall be known as Iliyas Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2025. My name Iliyas Sk & Md Ilias Sk both are same and one identical person.

Name Change

I , Israfil Mondal (Old Name) S/O-Hikmat Mondal of Vill-Mathpara, Po-Goas, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby declared that I have changed my namefrom Israfil Mondal to Asrafil Mondal and henceforth I shall be known as Asrafil Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025.My name Asrafil Mondal & Israfil Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Masudul Hossain (Old Name) S/O–Samad Sk resident of Vill-Nagrajole , Po-Nagrajole , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Masudul Hossain to Md Masadul Hasan and henceforth I shall be known as Md Masadul Hasan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Masadul Hasan & Md Masudul Hossain both are same and one identical person.

স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেড

পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় তলা, রুম নং ২৪
কলকাতা-৭০০০৭২, ফোনঃ২২৮২-৫০২০২২৮০-৫০২২
CIN : L51311WB1984PLCO50209
ই-মেইলঃ parida.1995@rediffmail.com ওয়েবসাইটঃ www.spanglemarketing.in

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের তারিখ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২,৩০ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, তৃতীয় তলা, কক্ষ নং ২৪, কলকাতা - ৭০০০৭২-এ অনুষ্ঠিত হবে।

সেখানে সম্পাদিত সাধারণ ব্যবসা এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ সেই সদস্যদের কাছে ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে এর প্রকৃত কপি অন্যান্য সকল সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস হওয়ার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

(ক) সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spanglemarketing.in-এও পাওয়া যাবে) এবং উক্ত নথিপত্রের কপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য সভার তারিখ পর্যন্ত কার্যদিবসে এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহ বিজ্ঞপ্তি এবং এর নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯,০০ টায় শুরু হবে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫,০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না।

(গ) ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। এই ম্যানুয়ালটি টুল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা www.evotingindia.com এ কল করতে পারেন।

(ঘ) সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দিতে সক্ষম সদস্য নিজের পরিবর্তে একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন এবং পোলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। বৈধ প্রক্সি নিয়োগের দলিলটি সভা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে হবে।

(ঙ) রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

(চ) সভায় ব্যালটপোলের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা 'পোল'-এর মাধ্যমে সভায় ভোট দিতে পারবেন।

কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি(তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) উপলক্ষে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়ে কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যসুবিধাভোগী মালিকরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন সহকারী। ম্যানেজার, এনএসডিএল, চতুর্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে! মুম্বাই-৪০০০১৩ ফোন ০২২ -২৪৯৯৪৭৩৮, ই-মেইলঃ evotingnsdl.co.in

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-(অমিত কুমার গিরি)
কোম্পানি সচিব
এম.নং-এসিএস৬৫৮৪৬

স্থান-কলকাতা
তারিখ-৩০.০৮.২০২৫

Name Change

I, Amar Sarkar (Old Name) S/O– Kalipada Sarkar resident of Badkulla Beltalapara , Taherpur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741121 do hereby declared that I have changed my name from Amar Sarkar to Amar Kanta Sarkar and henceforth I shall be known as Amar Kanta Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/08/2025. My name Amar Kanta Sarkar & Amar Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Safarid Sk & Safarid Sk (Old Name) S/O– Masrak Seikh resident of Vill & Po- Gramsalika , Ps-Burwan ,

আবার বন্ধ বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন, ১০ নং জাতীয় সড়কে ধস

দুরন্ত বার্তা, কালিঝোরা, ৩০ আগস্ট ঃ আবার বন্ধ বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন। ১০ নং জাতীয় সড়কে বড় ধস। সূত্রের খবর সেবক ও কালিঝোরার মাঝে বড় ধস। বন্ধ জাতীয় সড়ক। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (NHIDCL)-এর কর্মীরা। বিকল্প রুটেই চলছে গাড়ি। গতমাসেই ধসের কারণে প্রায় চারদিন বন্ধ ছিল বাংলা সিকিম লাইফ লাইন। কোন কোন বিকল্প পথে চলছে গাড়ি ঃ শিলিগুড়ি- সেবক-গরুবাথান-লাভাআলগাড়া-২১ মাইল-কালিম্পং, শিলিগুড়ি- সেবক-গরুবাথান-লাভাআলগাড়া-২১ মাইল-কালিম্পং-মঙসঙ-রংপো, শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-জোরবাংলো- লামাহাটা-পেশকতিস্তাবাজার-কালিম্পং, শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং- জোরবাংলো-পেশকতিস্তাবাজার- চিত্রেরংপো- গ্যাংটক। প্রসঙ্গত, আগস্ট মাসের প্রথমদিকেই টানা বৃষ্টির জেরে শ্বেতীঝোরায় ভয়াবহ ধস নামে। ধসের ফলে জাতীয় সড়কের বড় একটি অংশ ভেঙে তিস্তা নদীতে তলিয়ে যায়। এর ফলে বাংলা-সিকিমের মধ্যে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে। বাংলা-সিকিম সংযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক-যা দুই রাজ্যের মধ্যে কার্যত 'লাইফ লাইন' হিসেবে পরিচিত। পুজোর আগে এই ধস নতুন করে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। প্রতি বছর পুজোর সময় হাজার হাজার পর্যটক সিকিমে যান। ইতিমধ্যেই বহু হোটেল, হোমস্টে ও ট্রাভেল এজেন্সি বুকিং পেয়েছে। কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকায় অনেক বুকিং বাতিল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সিকিম ও দার্জিলিংমুখী পর্যটন শিল্পের উপর বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ রাজ্যে তৈরি হবে 'কোল্ড' বাজি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৈরি হবে 'কোল্ড' আতসবাজি। পরিস্থিতি সেই দিকেই যাচ্ছে বলে আতসবাজি সংগঠন সূত্রে খবর। কোল্ড আতসবাজি সাধারণ আতসবাজির মতো আগুন আর বেশি তাপ ছাড়ে না। এই নিয়ে আতসবাজি ম্যানুফ্যাকচারিং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানিয়েছে, আমরা নাগপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা রাজ্যের এমএসএমই-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কোল্ড বাজি নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ করবেন। সেখানে ব্রিটেন-জার্মানি থেকেও বিশেষজ্ঞরা আসবেন। সাধারণত এই আতসবাজিগুলি চীন থেকে নিয়ে আসা হয়। যা সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। এগুলি দেখতে ঝকঝকে স্ফুলিঙ্গের মতো। জ্বলার সময় কম তাপমাত্রা ও ধোঁয়া কম হয়। মূলতঃ বিয়ে, জন্মদিন, কনসার্ট, মঞ্চ অনুষ্ঠান, কেক কাটার সময় ব্যবহার হয় এই আতসবাজি। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয় সমগ্র রাজ্যে 'কোল্ড' বাজি উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও আরও জানা গেছে পুজোর আগেই বাজার বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আগামী ১০ দিনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হতে পারে। ফলে কালীপুজোর আগে বাজি বাজার নিয়ে কোনওরকম সমস্যা তৈরি হবে না। এই কোল্ড বাজি বাজারে আসলে বাজি শিল্পে বিপ্লব আসবে। পরিবেশদূষণ ও খুব কম হবে। আগামীদিনে পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরিতে স্বনির্ভর হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা রাজ্য।

প্রেমিকের অন্যত্র বিয়ে মানতে না পেরে আত্মঘাতী নাবালিকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩০ আগস্ট ঃ প্রেমিকের অন্যত্র বিয়ে মানতে না পেরে আত্মঘাতী নাবালিকা প্রেমিকা সুন্দরবনে। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্য মহিলাকে বিয়ে। এসব আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো নাবালিকা। বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, প্রেমে ধাক্কা খেয়েই এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভারতগড় এলাকার এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রেমে বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য বছর সতেরোর মেয়ের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না তার প্রতিবেশীরাও। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বাসন্তীর কালীডাঙার ঈদগাহ মাঠ এলাকার স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বাসন্তীর যশোদা বিদ্যাপীঠের বছর সতেরোর এক ছাত্রীর। সম্পর্ক এতটাই গভীর হয় যে ওই যুবক ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলো বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের এমন এক মুহূর্তে প্রেমিককে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়েছিল মেয়েটি। কিন্তু অচিরেই সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায় তার। দিন তিনেক আগে কিশোরী জানতে পারে, প্রেমিক আচমকাই অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেছে। আর তার পরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সে। এতদিনের সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার অপমান, দু ঃখ সহ্য করতে পারেনি। শনিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় কিশোরীর দেহ। প্রাথমিক অনুমান,গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। প্রতিবেশীরা বলেন, পড়াশোনায় ভালো ছিল ওই ছাত্রী, স্বভাবও ছিল শান্তশিষ্ট। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রেমঘটিত সমস্যার কারণে কিশোরীর আত্মহত্যার তত্ত্বই উঠে আসছে। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আবার স্থানীয় একাংশের দাবি,প্রেমে প্রতারণার শিকার হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে ওই ছাত্রী। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তার প্রেমিক বা তার পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। মেলেনি। আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত ঢাকিরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ একদিকে যেখানে পুজোর মরশুমে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। অন্যদিকে ঠিক এই সময়ে পুজো উপলক্ষ্যে ঢাক বাজানোর জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন মালদা জেলার বহু ঢাকিরা। তবে এবারে সেই ছবিটি ব্যতিক্রম। বাঙালিদের ভিন রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন জেলার ঢাকিরা। পুজোর মরশুমে জেলার ঢাক শিল্পীদের ডাক আসে ভিন রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র থেকে। ভিন রাজ্যে ঢাক বাজিয়ে বেশি টাকা উপার্জন হয় ঢাক শিল্পিদের। তাই বেশি লাভের আশায় পুজোর সময় ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন ঢাক শিল্পীরা। তাঁদের দাবি, ভিন রাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশি সন্দেহ হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও হেনস্থার শিকার হওয়ার ভয়ে ভিন রাজ্যে যেতে রাজি নন তাঁরা। এক ঢাকি জানান, জেলায় ঢাক বাজিয়ে তেমন পারিশ্রমিক মেলে না। তাই তাঁরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন। কিন্তু এবারে বাইরে যাওয়া হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। কারণ গত কয়েক মাস থেকে ভিন রাজ্যে বাঙালিদের বিভিন্ন রকম ভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বাংলাদেশি সন্দেহ আটক করে পুলিশি হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। তাই তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ঢাকিদের অন্যান্য শিল্পীদের মত ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। যাতে তাঁরা সারা বছর জেলাতেই কাজ করে রোজগার করতে পারেন। সারা বছর বিভিন্ন রকম কাজ করলেও বেশি আয়ের আশায় এই পুজোর মরশুমের অপেক্ষায় থাকেন ঢাক শিল্পীরা। এই সময় জেলার ঢাক শিল্পীরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন ঢাক বাজানোর উদ্দেশ্যে। কারণ এই উৎসবে তাদের চাহিদা পূরণ হয় দাবি মত। তবে এবারে ভিন রাজ্য থেকে ডাক আসলেও আতঙ্কিত পরিবেশের ফলে চিন্তিত জেলার ঢাক শিল্পীরা।

নতুন জিএসটি, কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন মুর্শিদাবাদের কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত তামাক শিল্পের উপর বর্ধিত জিএসটির ধাক্কা মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্পে বড়সড় আঘাত হানতে চলেছে। কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হবে জড়িত প্রায় এক লক্ষের বেশি শ্রমিক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়তে চলেছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। বিড়ি শিল্পের আসন্ন সঙ্কট নিয়ে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ঔরঙ্গাবাদে বাম-তৃণমূল এবং কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন এবং বিভিন্ন স্তরের নেতারা একটি কনভেনশনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিড়ি শিল্পপতি তথা জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আমিরুল ইসলাম সহ আরও একাধিক নেতা। সেখানে সকলেই কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত বিড়ি শিল্পের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি লাগু করার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজকুমার জৈন বলেন, 'সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তামাক এবং বিড়ি সিগারেটের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি লাগু করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। আমাদের আশঙ্কা আগামী ৩-৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পরই বিড়ি শিল্পের উপর প্রায় ৪৩ শতাংশ জিএসটি-র ঘোষণা কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে হতে পারে। তিনি জানান, 'বিড়ি শিল্পের সঙ্গে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় ১০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রত্যেকদিন শতাধিক বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কুড়ি কোটির বেশি বিড়ি তৈরি হয়।' তিনি আরও বলেন, 'বিড়ির খদ্দের মূলত শ্রমিক শ্রেণী এবং নিম্ন আয়ের লোকেরা। বর্তমানে বিড়ি শিল্পের উপর সর্বাধিক ২৮ শতাংশ জিএসটি লাগু রয়েছে। এরপরে যদি অতিরিক্ত আরও ১২ শতাংশ জিএসটি যুক্ত হয় তাহলে বিড়ি শিল্প চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। সূত্রের খবর, কেন্দ্র সরকার নতুন যে জিএসটি আইন চালু করতে চলেছে তাতে বিড়ি শিল্পের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটির সঙ্গে আরও তিন শতাংশ অতিরিক্ত কর যুক্ত হতে চলেছে। তার ফলে বিপুল হারে দাম বাড়তে চলেছে বিড়ির। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত একাধিক মালিক জানিয়েছেন, তারা আশঙ্কা করছেন বিড়ি শিল্পে নতুন জিএসটি লাগু হলে আগামীদিন মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি উৎপাদন প্রায় ২৫ শতাংশ কমবে। রাজকুমার জৈন বলেন, 'এখন এক হাজার বিড়ি তৈরির জন্য শ্রমিকেরা ২১০ টাকা মজুরি পান এবং সপ্তাহে প্রায় ছ'দিনই তারা কাজ করেন। কিন্তু নতুন জিএসটি লাগু হয়ে গেলে আমাদের আশঙ্কা বিড়ির চাহিদা গোটা দেশের বাজারে বিপুল হারে কমবে। সে ক্ষেত্রে চাহিদা কমার সঙ্গে আমাদের উৎপাদনও কমাতে হবে। তার ফলে শ্রমিকরা ৩ -৪ দিনের বেশি সপ্তাহে কাজ পাবে না। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে শ্রমিকদের মাসিক আয়ের ওপর।' সূত্রের খবর, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি মালিকদের কাছ থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছিল। নতুন জিএসটি কাঠামো লাগু হলে সরকারের রাজস্ব আদৌ বাড়বে কিনা সেই বিষয়েও সন্ধিহান অনেক বিড়ি কোম্পানির মালিক। বিড়ি শিল্পপতিরা জানিয়েছেন, বর্তমান কর কাঠামোয় বিড়ি পাতার উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি থাকলেও তামাকের উপর সর্বাধিক ২৮ শতাংশ জিএসটি লাগু রয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত নতুন জিএসটি কাঠামোয় তামাকের উপর জিএসটি-র পরিমাণ ৪০ শতাংশ হতে চলেছে।' মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক বিড়ি মালিক জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার তামাক শিল্প এবং বিড়ি শিল্পের উপর নতুন হারে জিএসটি চালু করার কথা ঘোষণার পরেই দেশের বাজারে বিপুল হারে কমতে শুরু করেছে বিড়ির চাহিদা। দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বহু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি ফ্যাক্টরিগুলো থেকে বিড়ি কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সামশেরগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, 'হীরের উপর ৫ শতাংশ জিএসটি রয়েছে অথচ বিড়ি শিল্পের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি বসানোর পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র সরকার। এর ফলে এই শিল্পের সঙ্গে দেশ জুড়ে জড়িত কয়েক কোটি শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমরা গোটা বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে জানাবো।' মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম বিড়ি শিল্পপতি তথা ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি একটি কুটির শিল্প। জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতি -সামশেরগঞ্জ -ফরাক্কা সহ একাধিক এলাকায় বেশিরভাগ বাড়িতেই মহিলারা বিড়ি তৈরি করেন এবং এটাই তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র রাস্তা। কেন্দ্র সরকার এই লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের জন্য বিকল্প কোনও রুটি রুজির ব্যবস্থা না করে এক তরফাভাবে জিএসটি বাড়ানোর যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্প। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। '

মালদহ ডিভিশনে ইন্টারলকিং কাজের জন্য বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের যাত্রীদের জন্য দু ঃসংবাদ। মালদা টাউন স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের জন্য পূর্ব রেলের তরফে ১১৩ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ট্রেনগুলো চলবে না। তাছাড়া এই সময়কালে চলাচলকারী বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার জন্য যাঁরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ৬ দিনে ৪০টা এক্সপ্রেস ও ৮টা প্যাসেঞ্জার মিলিয়ে আপ-ডাউনে মোট ১১৩ টি ট্রেন বাতিল থাকছে। বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট থেকেই ওই অংশে ইন্টারলকিং, নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। যে কারণেই এই ট্রেন বাতিল। তালিকায় রয়েছে, শতাব্দী, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস, হাটে বাজারে এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্জনজঙ্ঘা, রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। এছাড়াও মালদা টাউনগামী একাধিক ট্রেন রামপুরহাট পর্যন্ত চলবে। সময়ের বদল করা হয়েছে কামাখ্যা, রাধিকাপুরের মতো বেশ কিছু ট্রেনের। ফলে শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গগামী যাত্রীরা দুর্ভোগের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা। হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাওয়া বহু ট্রেনই রয়েছে বাতিলের তালিকায়। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, উৎসবের মরসুমের আগে রেলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজের জন্য ট্রেন বন্ধ রেখে কাজ চালানো হবে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ৬ দিনে এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার সহ আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১১৪টি ট্রেন বাতিল হয়েছে। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢেলে সাজা হচ্ছে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা। উন্নততর সিগন্যালিং এবং লাইনের সংযোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইন্টারলকিংয়ে ব্যবস্থা। উন্নততর সিগন্যালিং এবং লাইনের সংযোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইন্টারলকিংয়ের আগে কিছু প্রস্তুতি থাকে। বাতিল হয়ে যাওয়া ট্রেনের তালিকায় শতাব্দী, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, হাটেবাজারের মতো ট্রেন রয়েছে। হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি রামপুরহাট পর্যন্ত যাবে। এদিকে, পুরী-কামাখ্যা, শিয়ালদহ-সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সহ আরও ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিলাসপুর ডিভিশনের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করল রেল। জানা গিয়েছে, ২৪ টি ট্রেন বাতিলের পাশাপাশি বেশকিছু ট্রেন ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু ট্রেনের রুট সীমিত করেছে রেল।

শনিবার হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আয়োজনে উত্তর হাওড়ার শ্যাম বাটিকা হলে এক কর্মীসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম চৌধুরী, বিধায়িকা তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিনের ওই কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন হাওড়ার উলুবেড়িয়াতেও এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা দেবী। তিনি এদিন বিজেপির সমালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উলুবেড়িয়ায় সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন।

গলসিতে অবৈধ বালি কারবারে বড়সড় অভিযানঃ আটক ১২ ট্রাক্টর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট ঃ দিনের পর দিন পুলিশ ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গলসি থানার গোহোগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দামোদর নদ থেকে বালি চুরি চলছিল। স্থানীয় দুস্কৃতী ও শাসক দলের প্রাক্তন এক পঞ্চায়েত সদস্যের মদতে এই কারবার চালু ছিল বলে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছিল। পুলিশের নিয়মিত অভিযান ও মাঝে মধ্যে জরিমানা সত্ত্বেও পুরোপুরি বালি চুরি বন্ধ হয়নি। বালি মাফিয়াদের ' লোকেশন গ্যাং'-এর কারণে বারবার হাতছাড়া হচ্ছিল দুস্কৃতীরা। তবে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত গলসি থানার পুলিশ ও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের যৌথ অভিযানে আটক হয়েছে মোট ১২টি অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর। শুক্রবার রাতে ধরা পড়ে ৬টি ট্রাক্টর, পরে ভোরবেলাতেই ফের আরও ৬ টি ট্রাক্টর আটক করে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর মধ্যে ৬ টি ট্রাক্টরকে গলসি ব্লক ভূমি আধিকারিকের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। বাকি ট্রাক্টরগুলির ক্ষেত্রেও আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হবে। তবে অভিযানের সময় ট্রাক্টরের চালকেরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা যায়নি। মালিকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, বহুদিন ধরেই গোহোগ্রাম ও আশপাশের এলাকা থেকে বালি পাচার চলছিল। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গলসি-১ ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তেমন তপরতা চোখে পড়েনি। সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভও জমছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। অবশেষে কুলগোর চটি, চান্না ও গোহোগ্রাম এলাকায় দীর্ঘ রাতভর অভিযানের পর একসঙ্গে ১২ টি ট্রাক্টর আটক হওয়ায় প্রশাসনের এই পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এলাকাবাসী।

জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ আগস্ট ঃ জলে ডুবে আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো দু বছরের এক শিশুর জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার বেলায় জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে আচমকা পড়ে যায় দু বছরের এক শিশু। বাড়িতে খেলতে খেলতে আচমকাই বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় শিশুটি। বাড়ির লোক সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি করে পুকুরের জল থেকে তোলে ওই শিশুটিকে। জয়নগরের স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শিশুটির নাম সৃজন ঘরামী। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্বচ্ছতা অভিযান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ স্বচ্ছতা অভিযান রেললাইনে। রেল ডিভিশন ও ইংরেজ বাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে মালদা শহর সংলগ্ন প্রায় ৫০০ মিটার রেল লাইনে পড়ে থাকা আবর্জনা ও গজিয়ে ওঠা জঙ্গল সাফাই করল রেল ও পৌরসভা। রথবাড়ি এলাকা থেকে স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইনের ধারে বসবাসকারীরা রেল লাইনের উপর ফেলে দেন নোংরা আবর্জনা। স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে এই বিষয়ে সচেতন করা হয় রেললাইন ধারে বসবাসকারীদের। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ স্বচ্ছতার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি, রেল আধিকারিক প্রদীপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। স্বচ্ছতা অভিযানে মালদা শহরের প্রায় ৫০০ মিটার রেল লাইন আবর্জনা মুক্ত রাখার অভিযান শুরু হয়। রেল এবং ইংরেজবাজার পৌরসভা যৌথ উদ্যোগে রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা ও জঙ্গল সাফাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশ, রাজ্য ও শহর পরিস্কার করার লক্ষ্যে রেল লাইনের ধারে বসবাসকারী বাসিন্দাদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জলপাইগুড়ি শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ টোটো একদিকে যেমন আশীর্বাদ ঠিক সেই রকমই আবার কোনও কোনও সময় তা অভিশাপে পরিণত হচ্ছে। এমনটাই বলতে শোনা গেল জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে। আর এমন মন্তব্যের পাশাপাশি প্রশাসনিক বৈঠকে শহরের যানজট ঠেকাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিল জলপাইগুড়ি পৌরসভা। শহরে মাত্রাহীনভাবে টোটোর আগমনের ফলে যানজট সমস্যা দিন দিন সাধারণ মানুষদের সমস্যার মুখে ফেলছে। এমন পরিস্থিতিতে এবার জলপাইগুড়ি পুরসভা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেই জানিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। লাগাম ছাড়া টোটো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি হকারদের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা এখানে ওখানে দোকান খুলে বসে গিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে শহরকে যানজট মুক্ত করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। পুরসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার থেকে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হবে অভিযান। কোনও টোটো জাতীয় সড়ক পার করে জলপাইগুড়ি শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়াও জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টোটো যাত্রী তুলতে পারবেনা। সেই সকল জায়গাগুলি চিহ্নিত ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। তবে যাত্রী নামিয়ে ফাঁকা টোটো আনা যাবে। এছাড়াও লাগামছাড়া টোটোর কারণে যানজট সমস্যা থেকে শহরকে মুক্ত করতে কালার কোড ব্যবহার করা হবে। ব্যবহার করা হবে কিউআর কোড। এছাড়াও টোটোর জন্য বিকল্প রুট ম্যাপ তৈরি করা হবে। পাশাপাশি ফুটপাত দখল মুক্ত করতেও সোমবার থেকে পদক্ষেপ নেবে পুরসভা। মূলত শহরকে যানজট মুক্ত করার জন্য শুক্রবার পুলিশ প্রশাসন এবং টোটো চালকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে এমন একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে জলপাইগুড়ি পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি তুলেছে শ্রমিক

একসঙ্গে দুবাই যাচ্ছেন না, কেন এশিয়া কাপে পুরনো রীতি ভাঙছে টিম ইন্ডিয়া

৩০ আগস্ট ঃ সামনেই এশিয়া কাপ। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নয়া পরীক্ষা হবে দুবাইয়ে। গ্রুপ পর্বে খেলতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। আবার টিম নির্বাচন নিয়েও একরাশ বিতর্ক হয়েছে। সেসব ভুলে কীভাবে ভারতীয় দল পারফর্ম করে, সেটাই দেখার। এর মধ্যে জানা যাচ্ছে, টিমের তারকারা একসঙ্গে দুবাই যাচ্ছেন না। বরং আলাদা আলাদা করে তাঁরা এশিয়া কাপের জন্য পাড়ি দেবেন। এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দলের সফরসূচি চূড়ান্ত করেছে বিসিসিআই। সেই সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হবে প্রস্তুতি শিবির। ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিনের একটা প্রস্তুতি শিবির হবে। এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে।তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ল।াই। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সাধারণত, বিদেশে কোনও বড় টুর্নামেন্ট বা সিরিজে একসঙ্গেই যায় ভারতীয় দল। তবে এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে সেটা হচ্ছে না। যা নিয়ে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলছেন, সব প্লেয়ার ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দুবাইয়ে পৌঁছে যাবে। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে আইসিসি অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন শুরু হবে। আসলে প্লেয়ারদের আলাদা পাঠানো হচ্ছে, তাদের সুবিধার জন্যই। যাতে খেলোয়াড়দের কোনও অসুবিধা না হয়, সেই কারণে নিজ নিজ শহর থেকে দুবাই যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন করেছেন মাঝে অসুস্থ হওয়া শুভমান গিল। কিন্তু ১৫জন ক্রিকেটার দুবাইয়ের জন্য উড়ে গেলেও দেশে থেকে যাচ্ছেন ৫জন। পাঁচ স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার যশস্বী জয়সওয়াল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ এবং ধ্রুব জুরেল মূল দলের সঙ্গে যাবেন না। যেহেতু দুবাই স্বল্প দূরত্বের, তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

আইসিসি'র প্রতিযোগিতা চলাকালীন 'ডাকাতি' গ্রেপ্তার বিশ্বকাপার

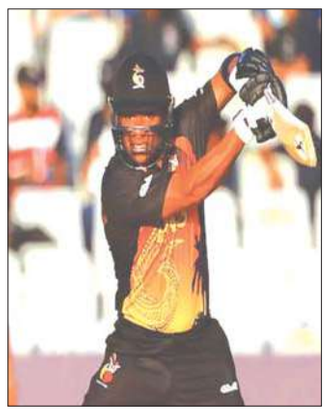

৩০ আগস্ট ঃ আইসিসি'র প্রতিযোগিতা চলাকালীন এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ। আর যার জেরে গ্রেপ্তার হতে হল তাঁকে। অভিযোগ উঠেছে পাপুয়া নিউ গিনির জাতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কিপলিন ডোরিগার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগের। পাপুয়া নিউ গিনির ম্যাচ ছিল জার্সির বিরুদ্ধে। খেলার আগে ডোরিগার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার জার্সির সেন্ট হেলিয়ারে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রিলিফ ম্যাজিস্ট্রেট রেবেকা মর্লি-কার্ক মামলাটি নিম্ন আদালতে তোলেন। বুধবার (২৭ আগস্ট) ডোরিগার জার্সির কোর্টে তোলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযোগ স্বীকারও করেন ডোরিগা। প্রথমে মামলাটি রয়্যাল কোর্টে পাঠানো হয়েছিল। ফলে জামিন মঞ্জুর হয়নি ওই ক্রিকেটারের। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ডোরিগাকে হেফাজতে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ২৯ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার ২০২১ এবং ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন।এই ঘটনার পর পাপুয়া নিউ গিনির ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনওরকম সম্পর্ক নেই। এর জন্য ডোরিগা নিজে দায়ী। কোনওভাবেই এই ঘটনার প্রভাব জাতীয় দলের খেলায় পড়বে না। বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটা একেবারেই মাঠের বাইরের ঘটনা। যা নিয়ে দলের ক্রিকেটাররা ভাবছেন না।৩৯টি ওয়ানডে এবং ৪৩টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক হাজারেরও বেশি রান রয়েছে তাঁর। চলতি চ্যালেঞ্জ লিগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ৮৪ বলে ৬৮ রানের দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন। তবে, কুয়েতের বিরুদ্ধে ১২-র বেশি করতে পারেননি। তবে, দু'টি ম্যাচেই হেরে গিয়েছিল তাঁর দল। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগে ৯টি ম্যাচে ৪টিতে জিতেছে পাপুয়া নিউ গিনি।

আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন দ্রাবিড়

৩০ আগস্ট ঃ আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের কোচের পদ থেকে সরে গেলেন রাহুল দ্রাবিড়। শনিবার রাজস্থানের তরফ থেকে সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী কোচ পদত্যাগ করেছেন। গত মরশুমেই রাজস্থানের প্রধান কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দ্রাবিড়। কিন্তু তাঁর অধীনে সাফল্য পাননি সঞ্জু স্যামসনরা। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টি ম্যাচ জিতেছিল তারা। কিন্তু জানা যাচ্ছে, রাজস্থানের তরফ থেকে দ্রাবিড়কে আরও বড় কোনও পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও ক্রিকেটীয় ক্ষেত্রে কোচের থেকে বড় পদ আর কী হতে পারে, সেটা নিয়ে ধন্ধে আছেন অনেকেই। রাজস্থানের তরফ থেকে সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, ' সফরের সঙ্গে রাহুল দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত। তাঁর নেতৃত্ব ও প্রভাব আমাদের বহু প্লেয়ারকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তিনি একটি দারুণ সংস্কৃতি তৈরি করেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা অনুযায়ী আমরা তাঁকে আরও ব। পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করেননি। আইপিএল ২০২৬-র আগে তাঁর সঙ্গে আমাদের অভিযান শেষ হল। রাজস্থান রয়্যালস, তাদের প্লেয়ার ও লক্ষ-লক্ষ ভক্তরা রাহুলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চায়।'

কলকাতা লিগের 'শেষ ম্যাচে বড় জয় এল মোহনবাগানের

৩০ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগে ফের জয় পেল মোহনবাগান। আগের ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমসের কাছে হারলেও শনিবার পাঠচক্রকে ৫-২ গোলে হারাল ডেগি কার্ডোজোর দল। হ্যাটট্রিক করণ রাইয়ের। এমনিতে সুপার সিক্সের আশা কার্যত অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সবুজ-মেরুনের জন্য। খাতায়-কলমে এটাই ছিল গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ৬ মিনিটের মাথায় মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন পাসাং দোরজি তামাং। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই গোল হজম করে তারা। ১৫ মিনিটে সমতা ফেরায় পাঠচক্র। ২৪ মিনিটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন করণ রাই। ৪৫ মিনিটে গোল করেন পীযূষ। প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল সবুজ-মেরুন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই করণের গোল। আর ৬৫ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। ৬৯ মিনিটে পাঠচক্র আরেকটি গোল শোধ করলেও মোহনবাগানের জন্য আর বিপদ বাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৫-২ গোলে জেতে ডেগি কার্ডোজোর

দল।পাঠচক্রকে হারিয়ে ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট মোহনবাগানের। লিগ টেবিলে তারা রয়েছে পঞ্চম স্থানে। বিতর্কিত মেসারার্স ম্যাচ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে বর্তমান সূচি অনুযায়ী, পাঠচক্র ম্যাচটাই গ্রুপে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ। অন্যদিকে মরশুমটা ভালো শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সুপার সিক্সের থেকে বেশ খানিকটা দূরেই থামতে হল পাঠচক্রকে। শেষ তিনটি ম্যাচ হেরেছে তারা। কোচ পার্থ সেনের আকস্মিক প্রয়াণের ফলেই পাঠচক্রকে সমস্যায় পাতে হল বলে মনে করছেন অনেকে। অন্য ম্যাচে ২-২ ড্র হল ডায়মন্ড হারবার ও রেনবো এসির ম্যাচ।

২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য সরকারিভাবে বিড জমা দিল ভারত

৩০ আগস্ট ঃ ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের জন্য সরকারিভাবে বিড করল ভারত। আহমেদাবাদে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য তাদের দরপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। গুজরাট সরকারের তরফে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়। জানানো হয়েছে, কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং গুজরাট সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সরকারিভাবে দরপত্র জমা দিয়েছে। লন্ডনে কমনওয়েলথ স্পোর্টের কাছে তারা এই বিড করেছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কমনওয়েলথ গেমসের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আহমেদাবাদকে আয়োজক শহর হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। ২৭ আগস্ট মেগা এই প্রতিযোগিতা বিড করার অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আর এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করল ভারত।

বিড জমা দেওয়ার পর সাংভি বলেন, ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস ভারত এবং কমনওয়েলথ দুইয়ের জন্যই তাপর্যপূর্ণ। ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যা শতবর্ষের সংস্করণকে যুগান্তকারী উদযাপনে পরিণত করবে। ভারতের

এই প্রতিযোগিতা ' কুটুম্বকম্' -এর ভাবধারায় হবে। এখানে সমগ্র মানবজাতিকে একই পরিবার হিসাবে দেখা হবে।

আয়োজক হিসাবে আহমেদাবাদ বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো বহন করতে প্রস্তুত। তাছাড়াও এখানকার ক্রীড়া সংস্কৃতিও উন্নত মানের। আন্তর্জাতিক স্তরের ইভেন্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতার জন্যও পরিচিত এই শহর। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজিত হয়েছিল এই শহরেই। সেই কারণেই আয়োজক শহর হিসাবে আহমেদাবাদের গ্রহণযোগ্যতা বোছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ২০১০ সালে শেষবার কমনওয়েল্থ গেমসের আসর বসেছিল ভারতে। সেবছর দিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল ইভেন্টটি। এবার গেমস আয়োজনের দায়িত্ব ভারত পেলে তা হবে আহমেদাবাদে। প্রশ্ন হল, ভারতে ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে কি না, তা কবে জানা যাবে? এর উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে নভেম্বর পর্যন্ত। কমনওয়েলথ স্পোর্টের জেনারেল অ্যাসেম্বলি গ্লাসগো থেকে ঘোষণা করবেন সে কথা।

ফের চমক! এবার প্রো কবাডি লিগে নতুন ভূমিকায় বৈভব

৩০ আগস্ট ঃ ব্যাট হাতে তার দাপট আইপিএলের দৌলতে ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে ক্রিকেটবিশ্ব। এবার কবাডিতে নতুন ভূমিকায় বৈভব সূর্যবংশী। ভারতের এই ' প্রতিভা'কে প্রো কবাডির ১২তম মরশুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে ১৪ বছর বয়সি রাজস্থান রয়্যালসের এই ক্রিকেটারকে দেশের কিংবদন্তি ক্রী।া ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা গেল। অনুষ্ঠানে টিম ইন্ডিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ওপেনার বৈভব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তি ব্যাডমিন্টন তারকা পুল্লেলা গোপীচাঁদ, প্রাক্তন হকি অধিনায়ক ধনরাজ পিল্লাই, কবাডি সুপারস্টার প্রদীপ নারওয়াল প্রমুখ। আর এমন চাঁদের হাটে থাকতে পেরে আনন্দ ধরছে না তার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৈভবের মন্তব্য, আমার বয়স যখন পাঁচ কী ছয়, তখন থেকেই কবাডি খেলছি। তাই ম্যাটে ফিরে প্রথমবারের মতো সরাসরি খেলা দেখতে সত্যিই ভালো লাগছিল। কেবল কবাডি নয়, টেবিল টেনিসও পছন্দ করি। কিন্তু ক্রিকেট সব সময়ই

আমার প্রথম প্রেম। পিকেএলে আমি পাটনা পাইরেটসকে সমর্থন করব। কারণ এটা আমার হোম টিম। বেঙ্গালুরু বুলসেরও প্রশংসা করব। এই দলে রয়েছেন পবন শেহরাওয়াতের তারকা। ম্যাটে বৈভবকে কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেলতেও দেখা যায়। সমস্ত বলই সে স্ট্যান্ডে পাঠায়। তাছাড়াও কবাডিও খেলেছে সে। এর আগে বৈভব বলেছিল, খেলাধুলা শৃঙ্খলা শেখায়। জাতীয় ক্রীড়া দিবসে এ কথাই স্মরণ করি। রাজস্থান রয়্যালসের অংশ হতে পেরে ভাগ্যবান। আমার আশা, আমার মতো কম বয়সিরা ক্রিকেটের প্রতি আরও আগ্রহী হবে। বিশ্বাস রাখবে নিজেদের উপর। দক্ষিণী ডার্বিতে প্রো কবাডি লিগে অন্যরকম সুর তৈরি হয়েছিল। রোমাঞ্চকর ম্যাচে তেলুগু টাইটানসকে ৩৮-৩৫ ব্যবধানে পরাজিত করে তামিল থালাইভাস। দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল বেঙ্গালুরু বুলস এবং পুনেরি পল্টন। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ৩২-৩২ ব্যবধানে শেষ হয়। শেষমেশ টাইব্রেকারে গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন পুনেরি পল্টন ৬-৪ ব্যবধানে টেক্কা দেয় বেঙ্গালুরুকে।

পদপিষ্টে মৃতদের পরিবারের জন্য বিরাট আর্থিক সাহায্য ঘোষণা আরসিবি'র

৩০আগস্ট ঃ আরসিবি'র আইপিএল জয় সেলিব্রেশনের বিভীষিকার পর কেটে গিয়েছে প্রায় তিনমাস। বিজয় উসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটেছিল ১১জন। দুর্ঘটনার দায় কার নিয়ে অনেক তরজা চললেও তারপর থেকে কার্যত নীরব ছিল আরসিবি কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি 'আরসিবি কেয়ার্স' নামে একটি উদ্যোগ ঘোষণা করেছে তারা। এবার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করল বিরাট কোহলির দল। আরসিবি কেয়ার্সের ওই উদ্যোগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তারা জানিয়েছে, '৪ জুন আমাদের হৃদয়ভঙ্গ হয়েছিল। আমরা আরসিবি পরিবারের ১১জন সদস্যকে হারিয়েছি। তাঁদের অভাব এখনও আমাদের কষ্ট দেয়। কোনও আর্থিক সাহায্যই তাঁদের অভাব পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ করে টাকা দিচ্ছি। এটা কোনও ক্ষতিপূরণ নয়। বরং সহানুভূতি ও ঐক্যবদ্ধতার প্রতিজ্ঞা। এভাবেই আমরা আরসিবি কেয়ার্সের সূচনা করছি। যা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় তাঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখবে, সম্মান জানাবে।'উল্লেখ্য, ওই ঘটনার কিছুদিন পরই মৃতদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছিল আরসিবি। যা নিয়ে

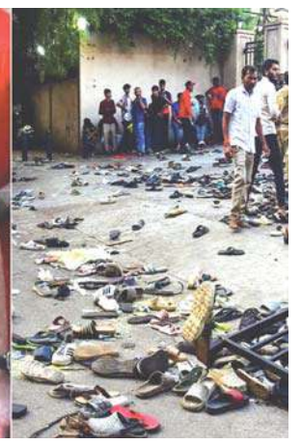

ওই সময় অনেকের বক্তব্য ছিল, এই সাহায্যের মাধ্যমে আসলে ' কন্ট্রোল'-এর চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর আর এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি আরসিবি। গত বৃহস্পতিবার পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে 'আরসিবি কেয়ার্স' নামে নতুন উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেছিল চলতি বছরের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা। ভক্তদের পাশে দাঁ।িয়ে, তাঁদের ভালোবাসাকে সম্মান জানানোর জন্য, তাঁদের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার জন্যই এই ' কেয়ার্স'। আইপিএল জয়ের উসব নয়, আরসিবি সমর্থকদের পাশে থাকার বার্তা দিতেই শুরু হচ্ছে এই 'আরসিবি কেয়ার্স'।উল্লেখ্য, আইপিএল ফাইনালের পরদিনই বিজয় মিছিলের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি ছিল পুলিশের। শেষ পর্যন্ত রোড শো বাতিল করা হয়। কিন্তু সেটা আবার আরসিবির তরফে ঘোষণা করা হয়নি। উল্টে চিন্নাস্বামীর মূল অনুষ্ঠানের ঘণ্টা দুয়েক আগেও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওই বিজয় শোভাযাত্রা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সেই মতো বিরাট সংখ্যক মানুষ জড়ো হন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। তারপরেই ভিরে চাপে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

লাল-হলুদ জার্সিতে ফেরার জন্য মুখিয়ে মাদিহ তালাল

৩০আগস্ট ঃ গত ফুটবল মরসুমে ইস্টবেঙ্গল দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ফুটবলার হয়ে উঠেছিলেন মাদিহ তালাল। সেবার ডুরান্ডের হতাশার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম থেকেই দলের মাঝমাঠের চালিকা শক্তি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন এই ফরাসি তারকা। তৎকালীন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের সময় হোক কিংবা বর্তমানের কোচ অস্কার ব্রুজন। দলের জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মাদিহ তালাল। কিন্তু ছন্দপতন হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম লেগের শেষের দিকে। নিজেদের ঘরের মাঠেই শক্তিশালী ওডিশা এফসির বিপক্ষে খেলতে গিয়েই দেখা দিয়েছিল বিপত্তি।সেই ম্যাচেই বল দখলের লড়াইয়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন মাঝমাঠের এই ফুটবলার। মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রবল যন্ত্রনায় মাঠের মধ্যেই আর্তনাদ করতে দেখা গিয়েছিল এই মিডফিল্ডারকে। যারফলে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই দাপুটে ফুটবলারকে। তা দেখে প্রায় সকলেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে আগামী বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে দলের এই ভরসাযোগ্য মিডফিল্ডারকে। সামযিক সুশ্রুষার পর মাঝে একবার মাঠে ফিরে আসলেও

খুব একটা সময় সক্রিয়তা দেখাতে পারেননি এই দাপুটে ফুটবলার। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অস্কার ব্রুজন। পরবর্তীতে সেই সম্ভবনা সত্যি হয়। পুরো মরসুমের জন্য ছিটকে যেতে হয়েছিল আইএসএলের এই সক্রিয় ফুটবলারকে।তাঁর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বড়সড় প্রভাব ফেলেছিল দলের মধ্যে। যারফলে আগের সিজনে ও আইএসএলের সুপার সিক্স নিশ্চিত করতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। পরবর্তীতে এএফসির মঞ্চে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। সীমিত শক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে ও ছিটকে যেতে হয়েছিল আর্ঝাদাগের কাছে পরাজিত হয়ে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবারের ডুরান্ড কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। সেইমতো এবার সুপার কাপের জন্য খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করবেন অস্কার। তবে এসবের মাবেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নেটমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করছেন মাদিহ তালাল। আসলে সময়ের সাথে সাথে একেবারে ফিট হয়ে উঠেছেন এই তারকা। জিম সেশনের পাশাপাশি ফুটবল নিয়ে ও প্রাকটিস করার ছবি শেয়ার করেছিলেন নেটমাধ্যমে। এবার ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে অনুশীলন করতে দেখা গেল এই ফুটবলারকে। গত বৃহস্পতিবার গম্ভির রাতে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, যদি তুমি আমাকে দুর্বলতার দিকে ঠেলে দাও, আমি সেই দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করব। জয় ইস্টবেঙ্গল। এবার কবে তিনি ভারতে আসেন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

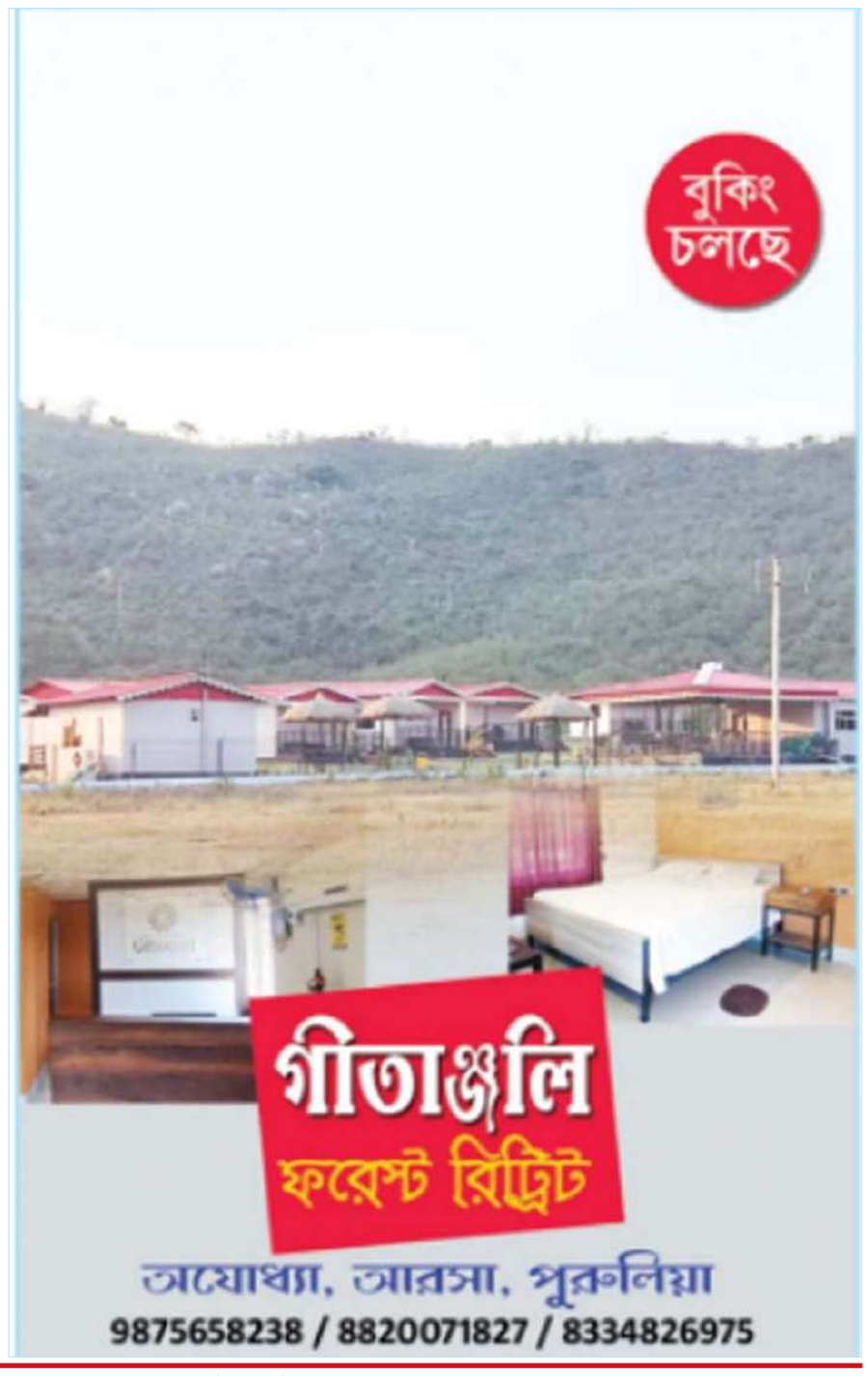

ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য দুই খেলোয়াড়ের ফিটনেস পরীক্ষা

৩০ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল, তারকা পেসার জসপ্রিত বুমরাহ, তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর আজ (৩০ আগস্ট) বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেনন্টার অফ এক্সিলেন্স (সিওই)-তে বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নিতে চলেছেন। এই পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে ইয়ো-ইয়ো এনডুরেন্স টেস্ট, ডেক্সা স্ক্যান এবং রক্ত পরীক্ষা, যা খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা এবং হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য পরিচালিত হবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রাক-মৌসুম পরীক্ষাগুলিকে বাধ্যতামূলক করেছে।যাতে নতুন মরসুমের আগে তাদের শারীরিক প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা যায়। এই পরীক্ষাগুলি কোচদের খেলোয়াড়দের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করতে সহায়তা করবে। শুভমান গিল, যিনি সম্প্রতি ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন, তার জন্য এই ফিটনেস পরীক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২৫ বছর বয়সী এই তরুণ ব্যাটসম্যান আসন্ন এশিয়া কাপ ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যেখানে তিনি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়কের ভূমিকা পালন করবেন। গিল সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন, যেখানে তিনি ৭৫৪ রান সংগ্রহ করে সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন। তবে, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাস্কর ট্রফিতে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফর্মের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার কারণে তিনি চতুর্থ টেস্টে দলের বাইরে ছিলেন। এই ফিটনেস পরীক্ষা তার শারীরিক প্রস্তুতি এবং ধারাবাহিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। জসপ্রিত বুমরাহ, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পেসারদের একজন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তার ফিটনেসের মূল্যায়ন করবেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে বুমরাহ ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন, তবে তার ফিটনেস নিয়ে কিছু উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের শেষ দিনে তিনি নতুন বল নিয়ে বোলিং করেননি। অধিনায়ক গিল জানিয়েছেন, বুমরাহ সম্পূর্ণ ফিট, এবং এই সিদ্ধান্তটি কৌশলগত ছিল। তবে, এই পরীক্ষার ফলাফল বুমরাহের আসন্ন এশিয়শস্বী জয়সওয়াল, ভারতের প্রতিশ্রুতিশীল ওপেনিং ব্যাটসম্যান, এই ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন, যদিও তিনি এশিয়া কাপ দলে অন্তর্ভুক্ত হননি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন, তবে তিনি এখনও টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত স্থান পাননি। তার ফিটনেস পরীক্ষা তার শারীরিক প্রস্তুতি এবং আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দলের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।ওয়াশিংটন সু ন্দর, যিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে তার অলরাউন্ড ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, তিনিও এই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তিনি চতুর্থ টেস্টে প্রথম টেস্ট শতরান করেছিলেন এবং বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিলেন। তার ফিটনেস এশিয়া কাপে ভারতের স্পিন বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, যেখানে তিনি অক্ষর প্যাটেল এবং কুলদীপ যাদবের সঙ্গে স্পিন আক্রমণের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন। বিসিসিআইয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সকল খেলোয়াড়কে প্রাক-মৌসুম ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এটি চুক্তির অংশ। এই পরীক্ষাগুলি কোচদের খেলোয়াড়দের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে এবং তাদের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি বোঝাতে সহায়তা করে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com